ডাক্তার

শ্রীগৌতম সেন

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৫২

প্রিণ্টার—শ্রীকিশোরীমোহন মণ্ডল
নব গৌরাঙ্গ প্রেস,
১০৪, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পরিচয়-পত্র

শেখরনাথ	ঃ	এই নাটকের নায়ক। বয়স পঞ্চাশ ঃ অন্ধ ঃ তবে জন্মান্ধ নয়। কি করিয়া তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে তাহা কেহ জানে না। কলিকাতার প্রাচীন জমিদার বংশ। পুরাতন অনেক স্মৃতি এখনো বর্ত্তমান।
ডাক্তার গজপতি	ঃ	এই নাটকের স্রষ্টা।
সোমনাথ	ঃ	শেখরনাথের পুত্র।
অশ্রুমতী	ঃ	কন্যা।
বিন্দুবাসিনী	ঃ	শেখরনাথের বিধবা ভগ্নী। বাল্যাবধি এই সংসারেই আছেন।
মিঃ মুখার্জি	ঃ	অধ্যাপক।
কুন্তল	ঃ	মিঃ মুখার্জির কন্যা। সোমনাথের সঙ্গে একই কলেজে পড়ে।

অন্যান্য পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

লেখকের অন্যান্য বই

প্রিয়া ও মানসী

ধূসর ধরণী

রহস্যময়ী (যন্ত্রস্থ)

প্রথম অভিনয় ঃ ৬ই জুন, শনিবার ১৯৪২

(মিনার্ভায় অভিনীত)

যাঁরা অভিনয় করেছেন

শেখরনাথ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সোমনাথ—ভূমেন রায়
ডাক্তার—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মিঃ মুখার্জি—শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
রজত—দেবী চক্রবর্ত্তী
বিজন—মিহির মুখোপাধ্যায়
মিঃ নটবর সাধুখাঁ—সন্তোষ শীল
বোগ্রামিন—শান্তি ভট্টাচার্য্য
ইব্রাহিম—চণ্ডী অধিকারী
বসন্ত—কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়
সরকার—রবীন ভট্টাচার্য্য

বয়—কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়
ইনেস্পেক্টর—আদল চট্টোপাধ্যায়
পাহারাওলাদ্বয়—পরেশ ভট্টাচার্য্য
জ্যোতি গুপ্ত

অশ্রুমতী—শান্তি গুপ্তা
বিন্দুবাসিনী—রাজলক্ষ্মী (বড়)
মিসেস মুখার্জি—লাবণ্য দাস
কুন্তলা—উমা মুখার্জ্জি
উত্তরা—প্রকৃতি ঘোষ
মনিমালা—নীরদা সুন্দরী

অন্যান্য অংশে ঃ রেণুকা, প্রভা, কমলা, পরী, ইন্দু।

যাঁরা সাহায্য করেছেন

পরিচালনা—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থুর—নিত্যানন্দ দাস
নৃত্য—রতন সেন
মঞ্চ-শিল্পী—মিঃ মহম্মদ জান
স্মারক—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হারমোনিয়ম—রতন দাস
পিয়ানো—কুমুদ ভট্টাচার্য্য
বাঁশী—কৃষ্ণ দাস
কর্ণেট—বলরাম পাঠক
বেহালা—সুশীল চক্রবর্ত্তী
ইফুনিয়াম—ধীরেন্দ্রনাথ বসু
সঙ্গত—শিশির চক্রবর্ত্তী
ইলেক্ট্রীক—ওহিয়ার রহমান (কন্ন)
" রাধানাথ বসাক
" পঞ্চু চট্টোপাধ্যায়
" চণ্ডীদাস
" তারকনাথ দাঁ
" সোসেন আলি
সজ্জাকর—মণি মিত্র
" সুবোধ মুখোপাধ্যায়
" পঞ্চানন মল্লিক
" তুলসী দাস ও কালীপদ দাস
মঞ্চকর—মিঃ জাম্বু, বৈদ্যনাথ, বটকৃষ্ণ, পঞ্চানন, যুগল, গোপাল, নারাণ, সুরেন, নিরঞ্জন, বল্লভ, এজার।

নব্য বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

করকমলেষু—

শচীনদা, নাটক লিখেছি আমি। কিন্তু এর নেপথ্য-কাজ সবটুকু আপনার। আমার লেখা আপনার ভাল লাগে। তাই আমার প্রথম নাটক আপনারই হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম।

প্রীতিমুগ্ধ

গৌতম

শেখরনাথের বাড়ী

এই নাটকের নায়ক শেখরনাথ : বয়স পঞ্চাশ :. অন্ধ : তবে জন্মান্ধ নয়। কি করিয়া তাঁহার চক্ষু নষ্ট হইয়াছে তাহা কেহ জানে না।

কলিকাতার প্রাচীন জমিদার-বংশ। পুরাতন অনেক স্মৃতি এখনো বর্ত্তমান।

নীচে হলঘর। বাঁ দিক দিয়া উপরে যাইবার সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে।

অশ্রু । দাদা! দাদা! এমন ক'রে বাড়ী থেকে যেও না দাদা!

(বলিতে বলিতে অশ্রুমতী সোমনাথের পিছনে
পিছনে নীচে নামিয়া আসিল)

অশ্রু । তুমি এম-এ পড়বার সুবিধাটাই দেখ্‌ছো, সংসারের কথা ভাবছ না। নাই বা পড়্‌লে আর!

সোম । আমি পড়াশোনা কিছুতেই ছাড়্‌তে পারবো না অশ্রু। কোন্ বংশের ছেলে আমি, তোমরা ভুলতে চাইলেও, আমি ভুলিনি।

অশ্রু । ভুলিনি আমরাও দাদা, কিন্তু বাবাকে তো দেখ্ছো। অন্ধ মানুষ···সংসারও অচল।

সোম । এতদিন যেমন ক'রে চলেছে, এখনো তেমনি ক'রেই চল্‌বে। মাঝখান থেকে আমি আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করি কেন।

অশ্রু । তুমি তোমার ভবিষ্যৎ দেখ্ছো দাদা! কিন্তু আমাদের কি হবে সেটাও ভাবো।

সোম । পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে ভেবেও ত তোমাদের কিছু করতে পারব না। কুন্তলের বাবার এতবড় সাহায্য পেয়েও যদি আমি পড়াশোনা না করতে পারি তবে আমাকেই ধিক্।

অশ্রু । কি সাহায্য তিনি করছেন শুনি?

সোম । হোষ্টেল খরচ, কলেজের মাইনে,—কি নয়?

অশ্রু । অসঙ্কোচে তা নিতে পারবে?

সোম । কেন পারব না। তিনি আমাকে তাঁর ছেলের মতোই ভালবাসেন।

অশ্রু । ও। (একটু থামিয়া) আচ্ছা, কুন্তল একদিন আস্‌বে বলেছিলো,—

সোম । সে-সব আমি জানি না অশ্রু।

অশ্রু । (হাসিয়া) কুন্তল খুব সুন্দরী,—নয়?

(সোমনাথ হাসিয়া ফেলিল)

অশ্রু । বলো না?

সোম । এলেই দেখ্‌তে পাবে।

অশ্রু । বাবাকে বল্‌বো দাদা ?

সোম । কি ?

অশ্রু । বিয়ের কথা ?

সোম । না। তা ছাড়া বিয়ে এখন আমি কর্‌বো না। তোমরা ভুল বুঝেছো। আগে মানুষ হ'য়ে আসি।

অশ্রু । (নিশ্বাস ফেলিয়া) মানুষ হয়তো হবে। কিন্তু সেদিন বাবাকে আর পাবে না দাদা।

সোম । তাহ'লে আমাকে কি করতে হবে শুনি ?

অশ্রু । না, তোমাকে আর কিছুই কর্‌তে হবে না। যা হবার হোক্‌। তুমি হোষ্টেলেই যাও দাদা! আজ মা বেঁচে থাক্‌লে, তুমি এমন ক'রে কিছুতেই চ'লে যেতে পার্‌তে না। (বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল)

সোম । আচ্ছা, একি পাগল! আমি কি একেবারে চ'লে যাচ্ছি ?

অশ্রু । তা হয়তো যাচ্ছো না। কিন্তু কিভাবে দিন কাট্‌ছে, সেও তো দেখ্‌ছো।

সোম । ঐরকম সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে ব'সে থাক্‌লে আমাদের চলে না।

(গট্‌ গট্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেল)

(বিন্দুবাসিনী নীচে আসিলেন)

বিন্দু । সোমনাথ চ'লে গেলো অশ্রু ?

অশ্রু । হাঁ।

বিন্দু । পড়াটাই তার বড় হ'লো ?

অশ্রু । কি হবে পিসীমা ? (কাঁদিয়া ফেলিল)

বিন্দু । কাঁদিস্ না অশ্রু । ছোটবেলা থেকে তোদের সংসারে আছি। কতই তো দেখ্লাম। তোর মাকেও দেখেছি, কাঁদ্তে কাঁদ্তে এ সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে।

অশ্রু । উঃ ! এ কতবড় অভিশাপ ! নইলে কে ভাব্তে পেরেছিলো স্যার প্রতাপনারায়ণের বংশধর একদিন না খেতে পেয়ে মর্বে !

বিন্দু । এ তাদের কর্ম্মফল অশ্রু। অদৃষ্টের দোষ দিলে চল্বে কেন ?

নেপথ্যে ডাক্তার। শেখরনাথবাবু !

অশ্রু । কে ? ডাক্তারবাবু ? আস্থন, বাবা ওপরে আছেন ।

(বিন্দু চলিয়া গেল : ডাক্তার চাটার্জি
প্রবেশ করিলেন)

ডাক্তার । আপনার বাবাই আমার পরকালটা খেলেন। কি চমৎকার লাগে তাঁর কাছে ব'সে থাকৃতে। সব ভুলে যাই,—তখন মনে হয়, সার্থক আমার জন্ম, ধন্য এই পৃথিবী, ধন্য আমি। রূপে রসে গন্ধে কি বিচিত্র ক'রেই না আমরা পেয়েছি এই ধরণীকে।

অশ্রু । আপনিও যে শেষটা কবি হ'য়ে পড়্লেন ?

ডাক্তার । হাঁ, ভয় হচ্ছে—ছুরি বোধ হয় আর বেশী দিন ধর্তে পার্লাম না। আর এই বাড়ী—অদ্ভুত ! পুরোনো দিনের কত

বিচিত্র কাহিনীই না এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কান পাতলেই আমি স্যার প্রতাপনারায়ণের পদশব্দ শুনতে পাই।

অশ্রু । আপনি যে রূপকথা ব'লে চলেছেন।

ডাক্তার । আপনি জানেন না অশ্রুমতি, রূপকথা শুধু বিস্ময় উৎপাদনই করতে পারে, কিন্তু এখানকার প্রতিটি বস্তুর সঙ্গে রয়েছে গতকালের যোগ। তাঁদের স্পর্শ, তাঁদের নিশ্বাসের গন্ধ এ বাড়ীর সব কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

উপরে শেখর। ওরে, নীচে কে এলো দেখ্।—কে রে অশ্রু ?

(বলিতে বলিতে শেখরনাথ নীচে নামিলেন)

অশ্রু । ডাক্তারবাবু এসেছেন।

শেখর । ও। এসো, ব'সো।

অশ্রু । উনি এসেছেন অনেকক্ষণ। বল্‌ছিলেন, তুমিই ওঁর পরকাল খেয়েছো।

(শেখর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চাহিলেন)

অশ্রু । তোমার কাছে ব'সে থাকতে ওঁর খুব ভাল লাগে তাই।

শেখর । ও।

(শেখর ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিলেন)

অশ্রু । সত্যি তো, ওঁর প্র্যাক্‌টিস যদি যায়ই তখন কি হবে বলো দেখি। উনি বল্‌ছিলেন, ছুরিও বোধ হয় আর ধরতে পারবেন না।

ডাক্তার। এ আপনার অতি অন্যায় অনুযোগ অশ্রুমতী। আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না শেখরবাবু। আপনারই মুখে যখন শুনি—

দিক্ হ'তে দিগন্তরে ছুটে চলি যাত্রা শেষ নাই—

সত্যি, মন যখন ছুট্‌তে চায় তখন এ-সব মিথ্যে মনে হয়। —আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

শেখর। কাকে বল্‌ছো ডাক্তার ? কে দাঁড়িয়ে রইলো ?

অশ্রু। উনি আমার কথা বল্‌ছিলেন বাবা।

শেখর। ছেলেবেলা থেকে বাপের সেবা ক'রে ক'রে, ওর পা দুটো আর বস্‌তে জান্‌লো না।—কেমন না মা ?

ডাক্তার। না, শেখরবাবু! আমাদের দেশ মেয়েদের ওপর অনেকখানি অবিচার করেছে একথা আপনাকে মান্‌তেই হবে।

শেখর। কেবল অবিচারটাই দেখ্‌ছো ডাক্তার! কোন্ দেশের মেয়ে স্বামীর ভাত কোলে নিয়ে ব'সে রাত জাগে বল্‌তে পারো ? বাপ-মাকে তারা শুধু ভালই বাসে না, তারা প্রণাম করে। তুমি কখন দেখেছো কিনা জানি না—আমার পাড়াগাঁয়ে বাড়ী, তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে যখন গলায় আঁচল দিয়ে ওরা প্রণাম করে, তখন মনে হয় ওরাই মূর্ত্তিমতী কল্যাণ। এইতো এখানেই রয়েছে একজন,—ওকেই জিজ্ঞাসা কর।

অশ্রু। না বাবা, তোমাদের তর্কের মধ্যে আমাকে আর টেনো না।

শেখর। না মা, এ তর্ক নয়—তোদের কথা তোরাই ভাল বল্‌তে পার্‌বি। এই যে তুই দাঁড়িয়ে আছিস,—আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি, বস্‌তে তুই পার্‌বি না। (হাসিলেন) ডাক্তার, এ আমাদের দেশেই আছে, আর কোথাও নাই।

ডাক্তার। আপনাকে হয়তো আঘাত দিলাম শেখরবাবু! কিন্তু আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম—

শেখর। তোমরা যেমন ক'রে দেখেছো, আমি হয়তো তেমন ক'রে দেখিনি। 'য়্যাঙ্গল অফ্‌ ভিশন' প্রত্যেকের স্বতন্ত্র। এতে আঘাত পাবার কি আছে ডাক্তার। আর আমার বয়স অনেক হ'লো। অনেক কিছুই অতিক্রম ক'রে পারে এসে দাঁড়িয়েছি। কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হ'লো,—কতজনকে হারালাম তার আর সীমা-সংখ্যা নাই। (নিশ্বাস ফেলিয়া —পরে) আচ্ছা মা, আবার তেমনি ক'রে একবার ভুলিয়ে দে তো মা! আয় কাছে বোস। কি চমৎকার গান। শুনেছো ডাক্তার? 'বজ্রমাণিক জ্বালো?'

ডাক্তার। না, আমি শুনিনি।

শেখর। শোনো। গা তো মা!

অশ্রু গাহিল :

তোমার বজ্রমাণিক জ্বালো।
মোর জীবনের স্বপন-পথে
ঘনায় তিমির কালো।

ডাক্তার

নাম্‌লো ছায়া আঁখির 'পরে
এই ভুবনের স্তরে স্তরে,
তুমি এসে দাঁড়াও হেসে
অন্ধকারের আলো।
বজ্রমাণিক জ্বালো।
কোন্ কালবৈশাখী ঝড়ে
প্রদীপ আমার নিব্‌লো ঘরে
নিব্‌লো ঘরে রে—
ভাঙা দেউলের স্বর্ণ-চূড়ায় রে
নাম্‌লো ছায়া কালো।
তোমার বজ্রমাণিক জ্বালো।

ডাক্তার। চমৎকার কণ্ঠ আপনার।

অশ্রু । কি যে বলেন আপনি।

(বলিয়া অশ্রু চলিয়া গেল)

শেখর । কে এলো রে অশ্রু ?

ডাক্তার। তিনি তো এখানে নেই।

শেখর । ও। আমি ভাবলাম কে বুঝি এলো।

ডাক্তার। অনুমান আপনার মিথ্যা নয়। সত্যিই কে যেন এলেন
আসুন, আসুন।—বসুন।

শেখর । কে ?

ডাক্তার। শেখরবাবু!

শেখর । কে? গজপতি?

ডাক্তার। হাঁ, আমি গজপতি।

শেখর । তুমি এখন যাও গজপতি।

ডাক্তার। কিন্তু আমার টাকা?

শেখর । তুমি যাও,—তুমি যাও গজপতি।

ডাক্তার। টাকা না নিয়ে যাবো না।

শেখর । তোমাকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি। আর টাকা আমি দিতে পারবো না,—আমার আর টাকা নেই।

ডাক্তার। টাকা তোমার আছে কি নেই সে খবর আমি চাই না,—আমি চাই টাকা—মুঠো মুঠো টাকা।

শেখর । আমি দিতে পারবো না।

ডাক্তার। তা হ'লে আমাকে মুখ খুলতে হবে। একটা পুলিশ কেস… 'প্রসিকিউসন'—'কন্‌ভিক্‌সন'।

শেখর । ডাক্তার, ওর কোন কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না—ও একটা ঘোরতর মিথ্যাবাদী…আমাকে 'ব্ল্যাক-মেইল' ক'রে টাকা নিতে চায়।

ডাক্তার। টাকা তা হ'লে দেবে না তুমি?

শেখর । যাও, যাও, অন্য সময়ে এসো। তোমার সঙ্গে একটা শেষ হিসেব-নিকেশ ক'রে ফেল্‌বো।

ডাক্তার। আজই এখুনি সেটা হ'য়ে যাক্ না।

শেখর । এখুনি কি ক'রে তা হবে। বল্লাম তো হাতে এখন কিছুই নেই।

ডাক্তার। এসেছি যখন কিছু না নিয়ে ফির্‌ছি না। তোমার মেয়েকে ডাকো।

শেখর। আমার মেয়েকে ডাক্‌বো! সে এসে দাঁড়াবে তোমার সাম্‌নে! তুমি বল্‌ছো কি গজপতি!

ডাক্তার। খুব অন্যায় কথা বল্‌ছি কি?

শেখর। আমার সেদিন থাক্‌লে দরোয়ান দিয়ে তোমাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতাম। স্যার প্রতাপনারায়ণের বংশের মেয়ে তোমার মত একটা লোফারের—

ডাক্তার। থামো! থামো! বংশ-গৌরব আর বেশী ক'রো না। মনে রেখো, তোমার ঐ অসূর্য্যম্পশ্যা মেয়েকেও একদিন হয়তো এই লোফারের অনুগ্রহ নিয়েই বাঁচতে হবে। আর তোমাকেও —স্যার প্রতাপনারায়ণের উত্তরাধিকারী, তোমাকেও।

শেখর। ডাক্তার! ডাক্তার!

ডাক্তার। বলুন শেখরবাবু।

শেখর। তুমি আমাদের বন্ধু। পারো এই হতভাগাটার হাত থেকে আমার নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করতে?

ডাক্তার। নিন গজপতিবাবু! আজ এই দু'শো টাকা নিয়ে স'রে পড়ুন—না, না আর এখানে নয়, সরে পড়ুন—মানে মানে বিদেয় হোন—কোন কথা নয়, 'ওয়াক্ আউট, ওয়াক্ আউট আই সে'।

শেখর। চ'লে গেছে ডাক্তার?

ডাক্তার। হাঁ। আপনি স্থির হোন।

শেখর। হতভাগা বলে কিনা আমার অশ্রু ওর অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে! —ওরে অশ্রু! অশ্রু!

(অশ্রু প্রবেশ করিল)

অশ্রু। বাবা!

শেখর। সেই গজপতিটা আবার এসেছিল, বলে কিনা তোকে একদিন তার অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে। কোনদিন তার সামনে যেন তুই আসিসনে।

অশ্রু। লোকটাকে আমি যে কখনো দেখিনি বাবা?

শেখর। চোখ যখন ছিলো তখনকার দেখা। চেহারাটা এখন কেমন হয়েছে তা তো বল্‌তে পারি না মা। ডাক্তার, ওকে ব'লে দাও তো ডাক্তার।

ডাক্তার। বেশ সুপুরুষ। তাইতো ভাবছিলাম, আকৃতি যার এত সুন্দর, তার প্রকৃতি অমন কুৎসিত কেন!

শেখর। আর জান্‌লে ডাক্তার, একটা কথা বল্‌বো—কথা বল্‌বার ভঙ্গী অনেকটা তোমারই মত।

ডাক্তার। আমারই মত! (হাসিল)

শেখর। আর হাসি,—ঐ হাসি। অনেকটা তোমারই মত।

ডাক্তার। অশ্রুদেবী, আপনার বাবাকে বলুন, এখন যে কথা কইছে সে আপনাদের অতি পরিচিত ডাক্তার—গজপতি নয়।

শেখর । না, না, তোমাকে গজপতি বল্‌ছি না ডাক্তার। তোমার সবটাই গজপতির মতো নয়। কিন্তু ঐ গজপতি—ও কিছুতেই আমাকে রেহাই দেবে না। তখন ওর বয়স বেশী ছিল না—ছেলেমানুষ বল্‌লেই হয়—

অশ্রু । কখন বাবা?

শেখর । কখন? ওরে না, না। সেদিনের স্মৃতি—থাক্ থাক্ সে আর জাগিয়ে কাজ নেই—জান্‌লি অশ্রু, ডাক্তার আজ আমাকে গজপতির অপমান থেকে বাঁচিয়েছে। নিজে থেকে দু'শো টাকা তাকে দিয়েছে।

অশ্রু । টাকা? ডাক্তারবাবু টাকা দিলেন?

শেখর। কিছুদিন সে আর বিরক্ত করবে না। সারাজীবন এমনি খেসারৎ আমি দিয়ে এসেছি, আজ ডাক্তারকেও আমার বন্ধুত্বের খেসারৎ দিতে হ'লো।

একদিন এই বাড়ীতে সমারোহের অন্ত ছিল না, আজ নেই ব'লে অভিমান কর্‌বো কার ওপর? ছোটবেলায় স্কুলে যেতাম জুড়ি-গাড়ী হাঁকিয়ে। আজ নাই। পায়ে হাঁটবার দুঃখও আর রইলো না,—ভগবান চোখ দুটি নিয়ে দুঃখ ঘোচালেন। (হাসিলেন, যে হাসি দেখিলে চোখে জল আসে) বসন্ত এসেছিলো, আমার বাল্যবন্ধু। এই বসন্তর ছেলের সঙ্গেই অশ্রুর বিয়ে দেবো, সবই ঠিক ছিলো। কিন্তু তখন কি জান্‌তাম, চোখ হারিয়ে এই অশ্রুকেই আশ্রয় ক'রে

আমাকে থাকতে হবে। আজ অশ্রু গেলে আমাকে দেখবে কে ?—মিলটন অন্ধ ছিলেন—না, ডাক্তার ?

ডাক্তার। হাঁ।

শেখর। তারও ছিল একটি মেয়ে, যে তার জীবনকে উৎসর্গ করেছিলো—

অশ্রু। বাবা !

শেখর। কোথায় রইতো আজ মিলটনের কাব্য, যদি না সে পেতো তার মেয়েকে ? কিন্তু আমার কোথায় সান্ত্বনা ডাক্তার ? আমি কি রেখে যাবো, ওর ঐ অমূল্য জীবনের বিনিময়ে ?—না অশ্রু, তোকে বিয়েই করতে হবে।—হাঁ বিয়েই দেবো আমি। বসন্ত আসুক। সবই তো ঠিক ছিলো একদিন, শুধু আমারই ছিলো উদ্যোগের অভাব।

ডাক্তার। আচ্ছা, আমি আজ উঠি শেখরবাবু।

শেখর। উঠবে ?—আচ্ছা।

(ডাক্তার চলিয়া গেল)

শেখর।

ছিঁড়ে ফেলে আয় যত বাধা আছে
যত বাঁধা তোর বাঁধনি।

বসন্ত। ওহে শেখরনাথ !

(বলিতে বলিতে বসন্তকুমার প্রবেশ করিলেন)

শেখর। ও, ঠিক সময় এসেছো বসন্ত। ব'সো, ব'সো।—আজ এই মুহূর্ত্তে মনে হ'লো, অশ্রুর ওপর আমি অবিচার করছি।

(অশ্রু চলিয়া গেল)

শেখর। একদিন তুমিই ওকে নেবে ব'লেছিলে।

বসন্ত। তা আর হয় না শেখর।

শেখর। কেন হবে না বসন্ত? ছেলের কি এতে অমত আছে?

বসন্ত। ছেলের মতামতের কোন প্রশ্নই উঠ্‌ছে না। আজ এমন জায়গায় এসে তুমি দাঁড়িয়েছো, যে ইচ্ছা থাক্‌লেও তোমার মেয়েকে আমি নিতে পার্‌বো না।

শেখর। এঁ্যা!—নিতে পার্‌বে না?—বসন্ত!—তুমি বসন্ত?

বসন্ত। দোষ আমাকেই দাও কেন? সোমনাথের জন্মকাহিনী—আরো একটি কথা—যা তুমি অর্থ দিয়ে এতকাল চেপে রেখেছিলে—

শেখর। (চীৎকার করিয়া) বসন্ত!

বসন্ত। গজপতির ভগ্নি পদ্মাবতীকে বিষ দেওয়ার কথা তোমার মনে পড়ে?

শেখর। Stop—Stop—Stop Please, তুমি যাও,—তুমি যাও।

বসন্ত। বাড়ীখানা মর্ট্‌গেজ রেখেছিলে আমার কাছে,—আজ তার মেয়াদ ফুরিয়েছে।

শেখর। ও। বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে,—নয়? দেবো,—দেবো।

তুমি আমার বাল্যবন্ধু,—হা—হা—হা—আজ তোমাকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে বসন্ত!—ওরে বিন্দু! বাজা রে শাঁখ বাজা,—অক্রুর যে আজ বিয়ে।

ওরে হুলুধ্বনি কর্ রে তোরা হুলুধ্বনি কর্
ঝড়ের সাথে এসেছে আজ রুদ্র ভয়ঙ্কর।

(বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন—

(বিন্দু প্রবেশ করিল)

বসন্ত। বড় দুঃখের কথা বিন্দু! শেখরকে দেখে সত্যিই কষ্ট হয়। দেখ্‌ছি তো আজ থেকে নয়। কতবড় শক্তি, যা মনে করেছে তাই করেছে। কিন্তু কি যে হ'লো! ওর মত লোক যে কাউকে বিষ দিতে পারে,—এ ধারণাই করা যায় না।

বিন্দু। আমারও এসংসারে কম দিন কাট্‌লো না দাদা! এই বাড়ীতেই দোল দুর্গোৎসব দেখেছি। ছোটবেলায় দাদা বল্‌তো, আমি যদি কখন গরীব হই, দেখিস আমার কোন কষ্ট হবে না। আজ দাদার মুখের দিকে চেয়ে সেই কথাই ভাবি,—দুঃখই ওর কাছে হার মেনে গেলো! বাইরে থেকে কেউ জান্‌লেও না, কতবড় প্রলয়কে ঐ লোকটা আত্মসাৎ ক'রে ব'সে আছে।

বসন্ত। কাব্যই ছিল ওর প্রাণ। তাই কোন কিছুই ওকে স্পর্শ কর্‌লো না।

বিন্দু । তুমি কি এতদিন এসবের কিছুই জানতে না ?

বসন্ত । চাকরি নিয়ে সেই যে পাটনা গেলাম, সেই থেকে হ'লো ছাড়াছাড়ি। তবু শুনতে সবই পেতাম। তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদ, বাড়ীখানা শেষপর্য্যন্ত আমার কাছেই বাঁধা দিলে।—আচ্ছা, পদ্মার কথা কি তুমি কিছুই জানো না?

বিন্দু । কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু বিষ দেওয়ার কথা এই নতুন শুন্‌ছি।

বসন্ত । গজপতি যে এমনি ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে যাচ্ছে, সেও কি তুমি জান্‌তে না ?

বিন্দু । টাকা নিয়ে যাওয়াটাই জানি। কারণ জানি না।

বসন্ত । শেখর ছিলো এ-বংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখন মনে করেছিলাম, পুরোণো জমিদারি-চালের মূলে ঐ কর্‌বে কুঠারাঘাত। আমার সঙ্গে সকল সম্বন্ধই ছিন্ন হ'লো সেদিন থেকে।

বিন্দু । তুমিও গেলে, আর সর্ব্বনাশও সুরু হ'লো।

বসন্ত । হুঁ।—অশ্রু সোমনাথের কথা কিছু জানে ?

বিন্দু । না।

বসন্ত । মাকেও বোধ হয় তার মনে পড়ে না ?

বিন্দু । কি ক'রে পড়বে ?—ওর মা যখন মারা যায়, তখন ও একবছরের মেয়ে।

অশ্রু । কে তখন একবছরের পিসীমা ?

(বলিতে বলিতে অশ্রু প্রবেশ করিল)

বসন্ত । তোমার কথাই হচ্ছে মা। আমি দেশ ছেড়েছি, সে তো আজকে নয়। তোমাকে দেখেছি খুব ছোট।—এই ঘরেই তো প'ড়ে থাকতাম রাতদিন। তোমার ঠাকুরদার হুকুম ছিলো, যাই কেন না কর—ঘরে ব'সে করবে। সে আমলে বাইরে বেরোনো চল্‌তো না।

অশ্রু । ঘরটা আপনারাই যদি দখল ক'রে থাকতেন, তবে তাঁরা যেতেন কোথায় ?

বসন্ত । তাঁদের আড্ডা বস্‌তো গভীর রাতে।—সে এক তাণ্ডব-নৃত্য।

অশ্রু। খুব হৈ চৈ হতো বুঝি ?

বসন্ত । প্রাচীন জমিদার বংশের ঐ হ'লো সনাতনী চাল।—সে-আমলের আভিজাত্য।

অশ্রু । আভিজাত্য না ছাই। অমনি ক'রেই তো সেকেলে জমিদারগুলো ফতুর হয়েছে।

বিন্দু । কথা মিথ্যে নয়।—তবু চাল ছাড়েন নি।

অশ্রু । এই ফাঁকা-চালের ফাঁকি ধরা পড়ে তখনই, যখন পাওনাদার এসে অপমান ক'রে যায়।

বসন্ত । পুরোণো দিনের গল্প তোমার বাবার মুখে শুনো।

অশ্রু । না, না, আপনি বলুন। বাবার মুখে শুনতে ভয় করে। বাবা সব কথাই বলেন, কিন্তু নিজের কথা কিছুই বলেন না। এই

বাড়ীখানা পর্য্যন্ত যে তিনি হারিয়ে ব'সে আছেন, তাও কোনদিন জানান নি।

বসন্ত। হারাণোর কথা বল্‌ছো কেন মা! আমি কোনদিনই তোমাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবো না। আমি তো জানি, সে-পাপ আমার সইবে না।

অশ্রু। আপনি তো অন্যায় ক'রে অধিকার কর্‌ছেন না কাকা।

বসন্ত। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় বুঝি না। শুধু এই বুঝি, কাউকে আশ্রয়হীন কর্‌তে আমি পারি না। আর এ কি তোর বাপের তৈরী রে! কত পুরুষের স্মৃতি এর সঙ্গে,— তোর বাপেরও ক্ষমতা নাই এ-বাড়ী নষ্ট করবার।

বিন্দু। তবে টাকা দিয়েছিলে কোন্ ভরসায়?

বসন্ত। ভরসা ক'রেই কি আর টাকা দিয়েছিলাম বিন্দু! আমার হাতে থাক্‌লে বাড়ীটা খোয়া যাবে না ব'লেই দিয়েছিলাম। আজ শেখরকে শুধু ভয়ই দেখিয়েছি আর কিছু নয়।

অশ্রু। কিন্তু টাকা তো আপনি কোনদিন ফিরে পাবেন না।

বসন্ত। (হাসিয়া) আচ্ছা সে আমি বুঝ্‌বো। সে ভাবনা তোকে ভাব্‌তে হবে না পাগ্‌লি।

নেপথ্যে ডাক্তার। শেখরবাবু!

অশ্রু। আসুন ডাক্তারবাবু!

(বিন্দু চলিয়া গেল)

[ডাক্তার প্রবেশ করিলেন]

অশ্রু । (ডাক্তারকে) ইনি বসন্ত কাকা। বাবার কাছে নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।

ডাক্তার। (নমস্কার করিয়া) ও। খুব শুনেছি।

বসন্ত । শেখর অসুস্থ নাকি ? (অশ্রুর দিকে চাহিলেন)

অশ্রু । না কাকা। ডাক্তারবাবু বন্ধুর মত আসেন।

বসন্ত । ও। (ডাক্তারকে) আমাকে ক্ষমা করবেন। একটু ভয় পেয়েছিলাম কিনা তাই।

ডাক্তার। না, না, এতে কিন্তু হবার কি আছে। ডাক্তারকে সবাই ভয় করে।

বসন্ত । আপনার কথা যে খুব মিথ্যা তা নয়। কিন্তু আপনি তো এখানে ডাক্তার হ'য়ে আসেন নি। আচ্ছা মা, তোমরা ব'সো—আমি আজ উঠি। নমস্কার ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। নমস্কার!

(বসন্ত চলিয়া গেলেন)

ডাক্তার। আবার কি জন্যে এসেছিলেন উনি ? বাড়ীখানা তো আত্মসাৎ ক'রে ব'সে আছেন—

অশ্রু । না, না, কি বলছেন ডাক্তারবাবু! বাড়ী আমাদের ছাড়তে হবে না, সেই কথাই বলতে এসেছিলেন।

ডাক্তার। (হাসিয়া) দয়া ?

অশ্রু । তাই বা কতজনের কাছ থেকে পাওয়া যায় বলুন। আপনি আমাদের অনেকখানি উপকার করলেন। গজপতি কে জানি না। বাবার ওপর কিসের প্রভাব তাও জানি না। কিন্তু সে এসে এমন অশান্তি জাগিয়ে তোলে—

ডাক্তার। চুলোয় যাক্ গজপতি। আপনাদের কথা বলুন।

অশ্রু । ক'দিন থেকে আপনাকে একটা কথা বল্‌বো মনে করছি কিন্তু কিছুতেই বল্‌তে পারছি না। আপনি হয়তো আমাদের অবস্থা সবটুকু জানেন না। পুরোণো দিনের আসবাবপত্র যা কিছু ছিলো, তাই দিয়ে কোন রকমে এ পর্য্যন্ত চলে এসেছে কিন্তু আর বুঝি চলে না। ভেবেছিলাম, দাদা এবার সব ভার নিজের হাতে তুলে নেবে, কিন্তু তাও যখন হ'লো না—

ডাক্তার। আপনার বাবা জানেন সংসারের এই অবস্থা ?

অশ্রু । সর্ব্বনাশ! তিনি জান্‌লে পাগল হ'য়ে যাবেন। আর জেনেই বা কি করতেন ? শক্তি হয়তো কিছু ছিলো, কিন্তু অন্ধ হ'য়েই আরো নিরুপায় হ'য়ে গেলেন। তাই মনে করেছি, যত দুঃখই পাই—ঐ অন্ধ লোকটিকে কোনদিন ব্যস্ত ক'রে তুল্‌বো না। আপনি আমাদের বন্ধু হ'য়ে এ-সংসারে এসেছেন, তাই অসঙ্কোচে অনেক কথাই বল্‌তে পারছি। আমি কিছু শিল্পকাজ জানি—আপনি যদি সেইগুলি ধনি-মহলে কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন—

ডাক্তার। খুব পারবো। কিন্তু ওগুলোরই বা প্রয়োজন কি? আপনাদের সামান্য খরচ, এটুকু বোধ হয়—

অশ্রু । না। ঋণ আর বাড়াবেন না ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। আচ্ছা, আচ্ছা—দিন আপনার কি আছে?

[অশ্রু একটি প্যাকেট আনিয়া দিল]

অশ্রু । অন্য সময় হ'লে খুব লজ্জা পেতাম। কিন্তু আজ আমার কিছুতে লজ্জা নেই।

ডাক্তার। আপনি জানেন না, বাজারে এসব সৌখিন জিনিসের দাম কত। চোখে-লাগা ব'লে একটা কথা আছে জানেন অশ্রুমতী, এ হ'লো ঠিক তাই। চোখে লাগ্‌লো ভালো,—ব্যস, আর বিচার নাই। মানুষ নেবেই যে কোন দাম দিয়ে।

অশ্রু । তা হবে বোধ হয়।

ডাক্তার। আপনার বাবা কোথায়?

অশ্রু । ভেতরে আছেন।

ডাক্তার। আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লেও তো পারেন আপনি। গান শেখাবেন?

অশ্রু । কাকে? আপনাকে?

ডাক্তার। না, কোন ছাত্রী পেলে? কারণ দুটো রুমাল আর টেবিল-ক্লথ সেলাই ক'রেই তো সংসার চল্‌বে না।—বলুন, শেখাবেন গান?

অশ্রু । না।

ডাক্তার। কেন, এতে আপত্তি কিসের ?

অশ্রু । এ-বংশের মেয়েরা কখন সূর্য্যের মুখ দেখেনি ডাক্তারবাবু। তা ছাড়া বাবাকে একা রেখে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি কোথাও যাব না। আপনি আমার ওগুলো নিয়ে যান, বোধ করি ঐ দিয়েই আমি দৈনিক-খরচ চালিয়ে নিতে পারবো।

ডাক্তার। আপনি পাঞ্জাবি সেলাই করতে পারবেন ?

অশ্রু । দিয়েই দেখুন না। কার গায়ের তৈরী হবে,—আপনার ? কিন্তু আমার তো সেলাই-এর কল নেই। হাতের সেলাই চলবে ?

ডাক্তার। আপনার কাছ থেকে যারা জামা নেবে, তারা হাতের সেলাই-এর লোভেই নেবে। নইলে কলে-তৈরী জামার তো অভাব নেই দোকানে।

অশ্রু । বেশ, দেবেন কাপড়। আচ্ছা, এমনো তো হ'তে পারে ডাক্তারবাবু, আপনার অর্ডারমত আমি কাজ সাপ্লাই করতে পারলাম না। তখন কি হবে ?

ডাক্তার। আমি দূর ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি না। হাতের কাছে যা পাচ্ছি, সেই আমার বেশ।

অশ্রু । (একটু ভাবিয়া) চলুন ওপরে যাই। আমি অনেকক্ষণ নীচে এসেছি।

ডাক্তার। বসুন, বসুন। ওপরে সেই তো ব'সে ব'সে দৈনিক জীবন-

যাত্রার মামুলি হিসাব-নিকাশ। না আছে বৈচিত্র্য, না আছে মাধুর্য্য। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে কিছু করবেন না। অন্ধ-পিতার সেবা ক'রে আপনার কি কোন দিনই ক্লান্তি আস্‌বে না?

অশ্রু । এসব কি বল্‌ছেন ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। আপনি জানেন না অশ্রুমতি! সেদিনকার সেই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ ক'রে আমি শিউরে উঠ্‌ছি। তখন কোথায় দাঁড়াবেন আপনি?

অশ্রু । (বিরক্ত হইয়া) ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। আপনি অসন্তুষ্ট কেন হোলেন বুঝতে পার্‌ছি না। বাপের সেবা ক'রে নিজেকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার মধ্যে 'বাহবা' হয়তো কিছু আছে, কিন্তু গৌরব নাই। একদিন—যেদিন আপনার বাবা থাক্‌বেন না—

অশ্রু । আপনি অন্য কথা বলুন।

ডাক্তার। শুন্‌তে ভয় পাচ্ছেন অশ্রুমতি, কিন্তু এ নির্ম্মম-সত্য। 'স্যাক্রিফাইস্' একটা বড় কথা। কিন্তু নিজেকে ব্যর্থ করবার অধিকার বোধ হয় কারুরই নাই।

নেপথ্যে শেখর। ওরে অশ্রু! স'রে আয়, স'রে আয়—ওর সাম্‌নে তুই থাকিস্‌নে।

[বলিতে বলিতে শেখরনাথ প্রবেশ করিলেন]

অশ্রু । কার কথা বল্‌ছো বাবা?

শেখর । ঐ গজপতির।

অশ্রু । গজপতিবাবু তো আসেন নি।

শেখর । আসেনি!

অশ্রু । না। ডাক্তারবাবু আর আমি।

শেখর । তুই আর ডাক্তার! আমি যেন গজপতির গলা শুনলাম

ডাক্তার। হা হা হা। আপনি আমাকে গজপতি না ক'রে আর ছাড়বেন না দেখছি।

শেখর । অপরাধ নিও না ডাক্তার। বয়স হয়েছে—ভুল হবে বই কি।

ডাক্তার। আচ্ছা, আমি এখন আসি অশ্রুদেবী। শেখরবাবু চললাম।

(চলিয়া গেল)

শেখর । চমৎকার লোক এই ডাক্তার। যেন আমাদের সেই অতীত যুগের মানুষ। সেই আত্মীয়তা, সেই পরোপকারের প্রবৃত্তি—গলা শুনে মাঝে মাঝে গজপতি ব'লে ভুল করি, অথচ বেশ জানি, গজপতি দানব, আর ডাক্তার—ডাক্তার দেবতা।

অশ্রু । বাবা, বসন্ত কাকা বলেছেন, আমাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে না।

শেখর । অনুগ্রহ করেছে বসন্ত?

অশ্রু । তুমি অনুগ্রহের কথা বলছো কেন বাবা! তিনি তো আমাদের পর ন'ন। তিনি বলেছেন, তোমরা যেমন বাস করছিলে তেমনি করবে।

শেখর । বসন্তর অনুগ্রহ নিয়ে আমার বাপ-পিতামোর বাড়ীতে আমাকে বাস করতে হবে? ভগবান কি সে-গ্লানি থেকে আমাদের বাঁচাবেন না?

অশ্রু । ভগবান! ভগবান কোথায়? যাকে চোখে দেখ্‌লাম না, যাকে জানি না—সেই হবে আমার ভগবান?

শেখর । কি রকম হওয়া উচিত ছিলো?

অশ্রু । একটা রক্তমাংসের গড়া মানুষ। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যার কথা শুন্‌ছি, যাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি—এই যেমন তুমি। তুমিই তো আমার ভগবান।

শেখর । ওরে বিন্দু! অশ্রু কি বলে শোন্‌।

বিন্দু । আমাকে ডাক্‌ছিলে দাদা?

(বলিতে বলিতে বিন্দু প্রবেশ করিল)

শেখর । হাঁ, তোকেই ডাক্‌ছিলাম। অশ্রু বলে আমি নাকি তার ভগবান।

বিন্দু । তোমার মেয়ে তোমাকে তো তাই বল্‌বে দাদা।

শেখর । তাই বল্‌বে? কিন্তু আমার অতীত? যে-অতীত আমার বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সব অন্ধকার ক'রে দিয়েছে, যে-অতীত আমার অন্তরের মানুষকে পশু ক'রে ফেলেছে,—যে-অতীতকে আমি স্মৃতি থেকে মুছে ফেল্‌তে পারি না—

বিন্দু । কি সব বল্‌ছো দাদা!

শেখর। বাজে কথা বল্‌ছি, নারে বিন্দু?—সব বাজে কথা। হা—হা—হা—

বিন্দু। অশ্রু, তুই ওপরে যা মা।

শেখর। হাঁ মা, তুই এখন ওপরেই যা। আমার সব কথা শুনিস্ না। শুন্‌তে শুন্‌তে বুঝতে পার্‌বি নে, আমার কোন্ কথা সত্যি—কোন্‌টা মিথ্যে। শুধু জেনে রাখ মা, আমি তোর ভগবান-টগবান নই—আমি শুধু তোর বাবা। ভুল-ভ্রান্তিতে ভরা অতি সাধারণ মানুষ।

(অশ্রু পিতার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল)

বিন্দু। অশ্রু এ সময় নাই, একটা কথা বল্‌বো দাদা?

শেখর। কি কথা বিন্দু?

বিন্দু। আর যে দিন চলে না দাদা। যা-কিছু ছিলো, বাঁধা দিয়ে বিক্রী ক'রে এ পর্য্যন্ত কোন রকমে চল্‌লো।

শেখর। চোখে দেখতে পাই না, কিন্তু বুঝতে তো পারি। কতবার জান্‌তে ইচ্ছাও হয়েছে কিন্তু ভয় করে বিন্দু,—শুন্‌তে ভয় করে। তবু বুঝতে সবই পারি। ভেবেছিলাম, সোমনাথ বি-এ পাশ কর্‌ল—এবার সব ভার সেই নেবে। কিন্তু কোথায় রইলো সোমনাথ, কোথায় আমার স্বপ্ন! (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আজ কারই বা দোষ দেবো বিন্দু। ছিলো তো সবই—এক-একবার কি ইচ্ছা করে জানিস বিন্দু? নিজের গলাটা নিজেই টিপে ধরি। কিন্তু তা কি পারি? আমাদের যে

অনেক বাধা। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সংস্কৃতি—কে এলো ?

(একটি বৃদ্ধলোকের প্রবেশ)

বিন্দু । প্রসাদবাবুর বাড়ী থেকে লোক এসেছে টাকা দিতে। তোমার বড় টেবিলটা আমি ওদের বিক্রী করেছি।

শেখর । কে এসেছেন ?

বৃদ্ধ । আজ্ঞে, আমি সরকার।

শেখর । ও। আচ্ছা, যাও।

(সরকার চলিয়া গেল)

শেখর । (একটু থামিয়া) আমার সোনার ঘড়িটা দিয়েছিস বিন্দু ?

বিন্দু । তুমি কি বল্‌ছো দাদা !

শেখর । ওরে দিয়ে দে, অনেক টাকা আসবে। একটা সোনার দোয়াত-কলম আছে আমার,—বাবা দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, আমি বড় একটা কিছু হবো নিশ্চয়ই—(শুষ্ক হাসিলেন) মানুষ অনেককিছুই ভাবে বিন্দু,—আমিই কি সোমনাথের সম্বন্ধে কম ভেবেছি ! কত স্বপ্ন ছিলো আমার ! কিন্তু সব ওলট-পালট হ'য়ে গেলো ! আমিই দিলাম সব ওলট-পালট ক'রে !

বিন্দু । ওসব কথা আর কেন দাদা !

নেপথ্যে ডাক্তার। শেখরবাবু !

শেখর । কে ? (চমকাইয়া উঠিলেন)

বিন্দু । ডাক্তারবাবু এসেছেন ।

(চলিয়া গেল)

(ডাক্তারের প্রবেশ)

শেখর । এসো, ব'সো। একেবারে কাছে এসে ব'সো। বন্ধুর মত আমি একবার হাত দিয়ে দেখতে চাই, তুমি সত্যি সত্যি ডাক্তার কিনা।

ডাক্তার। আপনার সন্দেহ হয় নাকি ?

শেখর । কিছু মনে ক'রো না ডাক্তার। তোমার গলার-স্বর মাঝে মাঝে যেন গজপতির কথা মনে এনে দেয়।

ডাক্তার। তাহ'লে গজপতিকে আপনি খুবই ভয় করেন ?

শেখর । ভয় ? হাঁ, তা করি। আমার জন্যে নয় ডাক্তার, আমার অশ্রুর জন্যে, আমার সোমনাথের জন্যে।

ডাক্তার। শেখরবাবু !

শেখর । কে, গজপতি ! তুমি কখন এলে গজপতি ?

ডাক্তার। অনেকক্ষণ।

শেখর । ডাক্তার ! ডাক্তার ! সেদিন নিজের থেকে টাকা দিয়ে তুমি ওর উপদ্রব থেকে বাঁচিয়েছিলে—

ডাক্তার। আজ কারুর ভিক্ষে নিয়ে আমি ফিরে যাব না।

শেখর । তুমি কথা কইছো না কেন ডাক্তার ? তুমি কি আর পার না—

ডাক্তার। এই যে অশ্রুমতী আস্‌ছেন।

(অশ্রুর প্রবেশ)

শেখর। না, না, তুই এখানে আসিস্‌নে মা, এখানে গজপতি রয়েছে।

অশ্রু। কোথায় বাবা গজপতিবাবু! ডাক্তারবাবু ছাড়া কেউ তো এখানে নেই।

ডাক্তার। গজপতিকে বিদেয় ক'রে দিয়েছি।

শেখর। আজও টাকা দিলে নাকি?

ডাক্তার। নইলে পাপ যে বিদেয় হয় না।

অশ্রু। কত ঋণ বাঁড়াবেন ডাক্তারবাবু?

শেখর। থাক্ থাক্ অশ্রু। ওর ঋণের কথা আর তুলিসনে। আয় বোস্। অনেক কথাই ভাবি ডাক্তার,—এই অশ্রুর সমস্যাও কি একটা কম বড় সমস্যা। তুমি দেখো ডাক্তার, যে-কোন স্বাস্থ্যবান ছেলে পেলেই আমি অশ্রুকে তার হাতে দিয়ে যাবো।

অশ্রু। বাবা, টেবিলটা বিক্রি ক'রে দিয়েছো?

শেখর। হাঁ মা। কি হবে অতগুলো জিনিসের বোঝা বাড়িয়ে। তা ছাড়া কোন কাজেই যখন লাগবে না।

অশ্রু। না বাবা, আর কোন জিনিস তুমি বিক্রি করতে পাবে না। আজ দাদা নাই ব'লে যে, কোনদিন সে আসবে না তাই বা তোমাকে কে বল্‌লে?

শেখর। ওরে বিন্দু! অশ্রু কি বলে শোন্।

(বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন)

ডাক্তার। আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'লেন, না? চ'লেই যাচ্ছিলাম, আবার ফিরে এলাম। কিছু ভাল লাগলো না তাই—

অশ্রু। কি ক'রে লাগবে বলুন। আমাদের দুঃখের কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে মনটা যে উঠেছে বিষিয়ে।

ডাক্তার। না, না, ওকথা বল্‌বেন না। দুঃখ নাই কার জীবনে।

অশ্রু। আপনার আবার দুঃখ কিসের?

ডাক্তার। আমার দুঃখ, আমি একা। যাক্‌ সে কথা। আজ কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে।

অশ্রু। কেন, কি কর্‌লাম আমি?

ডাক্তার। টাকার দরকার হয়েছিলো তো বলেননি কেন আমাকে?

অশ্রু। কতই বা বলা যায় বলুন। তা'ছাড়া টেবিল-বিক্রির কথা আমি জান্‌তাম না।

ডাক্তার। ও, জানতেন না।

অশ্রু। সত্যি বল্‌ছি বিশ্বাস করুন।

ডাক্তার। আপনার পিসীমা বোধ হয় আমাকে খুব প্রীতির চোখে দেখেন না—কেমন না?

অশ্রু। পিসীমা সম্বন্ধে আপনার এ অন্যায় ধারণা ডাক্তারবাবু! তিনি খুব ভালো লোক। আচ্ছা, হঠাৎ আপনার একথা কেন মনে হ'লো বলুন তো?

ডাক্তার। কেন ঠিক বল্‌তে পারি না: এই যেমন জানি না, কেন

আপনাকে আমার ভাল লাগে। যদিচ, ভাল যে লাগে তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝি।

(অশ্রু উপরে যাইতেছিল)

ডাক্তার। না, না, আপনি যাবেন না।

কুন্তল । শুনুন।

(বলিতে বলিতে কুন্তল প্রবেশ করিল)

অশ্রু । আমাকে বল্‌ছেন ? (নীচে নামিয়া আসিল)।

ডাক্তার। পরিচয়টা আমিই করিয়ে দিচ্ছি। সোমনাথের বোন শ্রীমতী অশ্রুমতী, আর সোমনাথের গুরুকন্যা—মানে, প্রফেসারের মেয়ে, মিস কুন্তল মুখার্জ্জি।

অশ্রু । তুমি কুন্তল ?

কুন্তল । আমি কুন্তল।

অশ্রু । এমন সুন্দর !

ডাক্তার। চরিত্রটি আরও সুন্দর।

কুন্তল । আপনি এখানে কেন ডক্টর চাটার্জ্জি ? কারুর অসুখ নেই তো ?

ডাক্তার। না, না, 'প্রফেসন্যাল কল্‌' নয়। শুধু কি মানুষের ব্যাধিই তার কদর্য্যতা নিয়ে ডাক্তারদের ডাকবে মিস মুখার্জ্জি ? তার সৌন্দর্য্যের, তার মাধুর্য্যের কোন আবেদনই কি কোন ডাক্তারের মনকে কখনো দুলিয়ে দিতে পারবে না ?

কুন্তল । এখানেও আপনি সেই একই বুলি কণ্ঠে নিয়ে ?

ডাক্তার। হাঁ, এখানেও আমি। 'ইন্‌ট্রুডার' নই—'এ ফ্রেণ্ড্ ইন্ নীড্, এ ফ্রেণ্ড্ ইন্‌ডিড্। গুড্‌বাঈ।'

[প্রস্থান—

কুন্তল । বাবার চিকিৎসা করেন বুঝি ?

শেখর । বিষ ! বিষ !

(বলিতে বলিতে শেখরনাথ প্রবেশ করিলেন)

অশ্রু । কি বল্‌ছো বাবা !

শেখর । ওরা কি বল্‌লে জানিস ? না, না, কিছু বলেনি। আমি শুনিনি !—সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা —এই বাড়ী ঘর—স্যার প্রতাপনারায়ণ—

অশ্রু । বাবা !

শেখর । খুলে দাও, খুলে দাও। জান্‌লাগুলো সব খুলে দাও—একটু আলো আসুক। এত অন্ধকার কেন ? বাতাস কি নেই ? কে ? কে কথা বল্‌লে ? 'ইউ, ইউ স্টুপিড্', দাঁড়াও ! মনে করেছো, চোরের মত নিঃশব্দে পালিয়ে যাবে ? স্যার প্রতাপনারায়ণ কে ছিলো জান ? আমি তারই বংশধর। সেলাম ক'রে দাঁড়াও।—হাঃ হাঃ হাঃ—ভয় পেয়ে গেলে ?

অশ্রু । পিসীমা !

শেখর । কথা বলেছে, কথা বলেছে।

বিন্দু । দাদা! দাদা!

[শেখরনাথ উপরে চলিয়া গেলেন]

অশ্রু গাহিল :

আমার শঙ্কা হরণ কর।
তোমার অভয় শঙ্খ বাজুক ধীরে ধীরে
প্রদীপখানি ধর।
ঐ যে প্রলয় নাচের তালে
মহাকালের আগুন জ্বলে,
সেথায় তুমি দাঁড়াও হেসে
শঙ্কা হরণ কর।
তোমার অভয়মন্ত্র জানি
যুগান্তরের শরণ-বাণী
কান্না-হাসির দোলন-লীলায়
তুমি শিব শঙ্কর।

শেখর । স্টপ্, স্টপ্,—স্টপ্ ইউ গজপতি! টাকা আর আমি দেবো না,—টাকা আর আমার নেই। অনেক দিয়েছি,—আমাকে নিঃস্ব করেছো—আর কি নেবে আমার? না, না, না,—দেবো না, দেবো না—টাকা আর আমি দেবো না।

বালীগঞ্জে মিঃ মুখার্জির বাড়ী

বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী: বড় একখানি হলঘর, তাহার পিছনে বারান্দা—বারান্দার অনেকখানি অংশ দেখা যাইতেছে।

ঘরখানিকে আজ বিশেষ করিয়া সাজানো হইয়াছে। আজ কুন্তলার জন্মদিন। নিমন্ত্রিতের কেহ কেহ আসিয়াছেন, আরো আসিতেছেন।

বিজন। কুন্তল দি, তুমি এইখানটিতে বস্‌বে।

কুন্তল। না, আমি তা পার্‌বো না।

মুখার্জি। ওতে লজ্জা নাই কুন্তল। আজকের দিনে তোমাকে আমরা বিশেষ ক'রে দেখ্‌তে চাই। আজ যে তোমার জন্মদিন।

কুন্তল। তা হোক্। এমন ক'রে আমাকে সং সাজাবার কোন মানে হয় না।

(মিঃ মুখার্জি হাসিলেন)

কুন্তল। সত্যি বাবা, আমি খুব 'আন-ইজিনেস্ ফিল্' করছি।

রজত। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আপনি যেন আজ এলেন এক নতুন পৃথিবী থেকে নেমে। সত্যি, এত চমৎকার মানিয়েছে আপনাকে।

মিসেস। আমিও সেই কথা বল্‌ছিলাম কুন্তলকে। কিন্তু রুচি তো সকলের সমান নয়। আর সবাইকে সব জিনিস মানায়ও না।

মুখার্জি। এই যে ডক্টর চাটার্জি,—আসুন, বসুন।

(ডাক্তার চাটার্জি প্রবেশ করিলেন :
সাহেবী পোশাক, মুখে বর্ম্মা চুরুট)

রজত। আজকের দিনে এই বিদেশী পোষাকটা নাই বা পর্‌তেন ডক্টর চাটার্জি!

ডাক্তার। (হাসিয়া) কোন্‌টা আমাদের বিদেশী নয় বল্‌তে পারেন রজতবাবু?—এই যে আপনারা জন্মদিনের উৎসব করছেন, এর কতটুকু নিজস্ব? আপনি আজ যে সোসাইটিতে বাস কর্‌ছেন, তাও ওদের বিকৃত-অনুকরণ। আপনার গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত সনাতনী নয়। কেউ কেউ ইংরিজি বল্‌লে দুঃখিত হোন, কিন্তু ইংরিজি বুক্‌নি মিশ্রিত যে-ভাষার খিচুড়ি আমরা প্রয়োগ করি, তা আর যাই হোক্ বাংলা নয়।

রজত। সাধু সাধু। আশা করি, আমি বিশুদ্ধ বাংলায় বলেছি?

(সকলেই হাসিয়া উঠিলেন)

(মিঃ ডাট্, মিঃ ঘোষ, মিঃ সেন প্রবেশ করিলেন ঃ

কয়েকজন তরুণীও আসিলেন ঃ কুন্তল সকলকেই নমস্কার করিয়া অভ্যর্থনা করিল)

মিঃ ডাট্। আমরা কি বড্ড বেশী লেইট্ করেছি ?

মুখার্জি। না, না,—বসুন। ঘড়ি যত ইচ্ছে বেজে যাক্ না,—আমাদের তাড়া নেই।

(উত্তরা দেবীর প্রবেশ)

কুন্তল। এই যে উত্তরাদি,—তুমি ভাই বড্ড বেশী দেরী করেছো।

মিসেস। এসো মা, এসো ! আমার কুন্তলের জন্মদিনের উপহারগুলো দেখ্‌বে এসো।

(কয়েকজনকে লইয়া ভিতরে গেলেন)

মুখার্জি। ডক্টর চাটার্জি, একটু বসুন—আমি দেখি, ও দিকের কি কতদূর হ'লো।

(প্রস্থান)

কুন্তল। ডক্টর চাটার্জি, উত্তরা দেবী এসেছেন।

ডক্তার। I see, আপনাকে দেখে আজ মনে হচ্ছে,—একটা যুগ যেন আমরা এগিয়ে গেলাম।

উত্তরা। (হাসি আনিয়া) কি রকম ?

ডাক্তার। একটা ক্যালাস-অনুভূতি নিয়ে আমরা বেঁচেছিলাম। আপনি কথনো প্যারিস গিয়েছিলেন ?

উত্তরা । (হাসিয়া) না।

ডাক্তার। সুন্দরের জন্মলাভ হ'লো ঐদেশে। আপনি কল্পনা করতে পারেন উত্তরা দেবী, পৃথিবী ম'রে গেলো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে? ওরা—ঐ প্যারিসের মেয়েরা, ইচ্ছামত পৃথিবীকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনি বর্ত্তমান শতাব্দীকে প্রদক্ষিণ ক'রে যেখানে এসে দাঁড়ালেন—

উত্তরা । আপনি বড় বেশী কাব্য করেন ডক্টর চাটার্জি। (হাসিয়া সরিয়া গেল) আপনি কি বলেন রজতবাবু?

রজত । ভেবেছিলাম, আমরা নজরেই পড়্‌বো না।

উত্তরা । (হাসিয়া) আপনিও কি কাব্য করবেন নাকি?

রজত । ইচ্ছা করছে বটে কিন্তু শক্তিতে কুলোবে না।

উত্তরা । আপনার অক্ষমতায় সহানুভূতি জানাচ্ছি।

(এমন সময় মনিমালা,—কুন্তলার মনিমাসী অতি লঘুপদে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু রং মাখিয়া আর পাউডার ঘসিয়া ঐ চল্লিশকে অস্বীকার করিবার দুরূহ চেষ্টা তার মধ্যে। ছিপ্‌ছিপে গড়ন। রুজ এবং লিপ্‌ষ্টিকের অতি-প্রলেপ। মেয়েরা আড়ালে হাসাহাসি করে, কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলে। কারণ মনিমালা কুৎসা রটাইতে অদ্বিতীয়)

মনি । ও কুন্তল!

উত্তরা । মনিমাসী কি আরো কোথাও নিমন্ত্রণ সেরে এলে ?

(বক্র কটাক্ষে মনিমাসী একবার উত্তরার দিকে চাহিল)

মনি । আয় বোস্ কুন্তল, ঝুটো কথা বলেনি।—যাই বলিস্, এ-সাড়ীটা তোকে মানায় নি। রজতবাবুর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।

কুন্তল । এ সাড়ী তো উত্তরাদি দিয়েছে।

উত্তরা । ও মনিমাসী !

মনি । কি মাসী, মাসী করিস উত্তরা !

মুখার্জি । সামুয়েল এখনো এলো না কেন কুন্তল ? অথচ আজকের ব্যাপারে সেই বেশী উদ্যোগী ছিলো।

(বলিতে বলিতে মিঃ মুখার্জি প্রবেশ করিলেন)

কুন্তল । তিনি খবর পাঠিয়েছেন কি-একটা জরুরি কাজে তাঁকে দিল্লী যেতে হ'লো।

বিজন । সে কি কুন্তল দি ! এই মাত্র যে তাঁকে নিউ মার্কেটে দেখে এলাম। তিনি আর মনিমাসী—

উত্তরা । সত্যি মনিমাসী ?

মনি । হাঁ, আমাকে তো সবাই দেখে। মনে করি কিছু বল্‌বো না। কিন্তু দেখি তো সব।

উত্তরা । দেখ্‌বে বই কি মনিমাসী। চোখ আছে দেখ বে না ?

মনি । তুই থাম্ উত্তরা! তুই আবার আসিস মুখনেড়ে কথা বল্‌তে? তোর কথা কে না জানে।

কুন্তল । আঃ, কি হচ্ছে মনিমাসী!

মনি । না কুন্তল, অমন করে আমার মুখ বন্ধ করিসনে। বুড়ী বুড়ী ব'লে সত্যিই ওরা আমাকে বুড়ী করে দেবে। এ বয়েসেও আইবুড় রয়েচি ব'লে সত্যি সত্যিইত আমি বুড়ি নই।

বিজন । আর আমিও জানি, সত্যি সত্যিই মনিমাসীর একপাল 'য়্যাড-মায়ারার' আছে। না মনিমাসী?

মনি । ডেঁপো ছোঁড়া!

মুখার্জি । সোমনাথের কি হ'লো? তার তো এতক্ষণ আসা উচিত ছিলো।

(কুন্তল এতক্ষণ চঞ্চল হইয়া সোমনাথের প্রতীক্ষা করিতেছিল)

ডাক্তার । সোমনাথ কে?

মুখার্জি । ও। তার সঙ্গে আপনার পরিচয় নাই। ছেলেটি খুব ভাল। আমারই ছাত্র: কুন্তলের ক্লাস-ফ্রেণ্ড্। এবার বি, এ তে ফার্স্ট হ'য়েছে।

ডাক্তার । I see. তাই কুন্তলাদেবীকে একটু যেন অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি।

মিসেস । রজত! শোন।

(মিসেস মুখার্জি ও রজত ভিতরে গেল)

ডাক্তার । মিঃ মুখার্জি, আপনার কলেজের অন্য ছাত্রদের তো দেখ্‌ছি না?

মুখার্জি । ছাত্রদের কাউকেই আমি বলিনি। সোমনাথ আমার ছেলের মত—

ডাক্তার। ও। ছেলের মত ? তা বেশ করেছেন। ছেলেদের অতখানি প্রশ্রয় না-দেওয়াই ভাল।

রজত । (মিসেস মুখার্জিকে) আচ্ছা, আপনার কথা আমার মনে রইলো।

(বলিতে বলিতে মিসেস মুখার্জি'কে লইয়া রজত প্রবেশ করিল)

ডাক্তার। রজতবাবু কি এই অবকাশে 'বিজ্‌নেস টক্‌'টাও সেরে নিলেন ?

রজত । (বিরক্ত হইয়া) আজ্ঞে হাঁ।

মিসেস । আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। উত্তরা !

(উত্তরা অর্গানের নিকট বসিল : সকলে করতালিধ্বনি করিলেন)

উত্তরা গাহিল :

আজ নয়নে আমার কি মায়া বুলালো
নব প্রভাতের তরুণ রবি,
যেন শত বরষের ঘুম-ভাঙা রাত
পেয়েছে নূতন ছবি।

পূর্ব্ব উদয়াচলে—
কোথা সে মানিক জ্বলে,

ডাক্তার

জাগে রোমাঞ্চ দিকে দিকে আজ
কার পরশন লভি।

আজ নব বসন্ত এলো রে,
ওই কৃষ্ণচূড়ার শাখে রে;
গগনে পবনে নব শিহরণে
তারি জাগরণ অনুভবি।

(সকলের করতালি ধ্বনি)

(একটু পরে করতালি দিতে দিতে মিঃ নটবর সাধুখাঁ প্রবেশ করিল। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,—কুন্তলের প্রতি বিশেষ দুর্ব্বলতা আছে)

নটবর। গান কি শেষ হ'য়ে গেল?

উত্তরা। হাঁ, মিঃ নটবর সাধুখাঁ। এবারের প্রোগ্রাম আপনার নাচ।

নটবর। হে—হে—হে—

কুন্তল। উত্তরাদি, তোমার ভাই আজকে নাচবার কথা ছিলো।

ডাক্তার। ঠিক এই অনুরোধটুকু করবার জন্যেই আমি অনেকক্ষণ থেকে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। মিস মুখার্জি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

(উত্তরা উঠিতে আবার সকলে করতালিধ্বনি করিলেন)

মিসেস । (মুখার্জিকে) ছেলে-মেয়েরা গল্প-সল্প করুক,—আমাদের আর এখানে থাকা ভাল দেখায় না।

মুখার্জি । ও। তাই নাকি ?—আচ্ছা।

(দুইজনে ভিতরে গেলেন)

—উত্তরার নাচ—

(উত্তরা দেবীর নাচ শেষ হইতেই ডক্টর চাটার্জি আসিয়া উত্তরাকে শেক্‌হ্যাণ্ড করিল : রজত উঠিয়া অন্যত্র গেল।

উত্তরা । আজকের উচ্ছাসটা বড় বেশী হচ্ছে ডক্টর চাটার্জি!

ডাক্তার। উচ্ছাস এমন একটি শব্দ যাকে চোখ বুজে সকল অবস্থাতেই ব্যবহার করা চলে।—কেমন নয় কি উত্তরাদেবী? এই উচ্ছাসের মুখে আমার এই হাতের ফুলটি যদি আপনার খোঁপায় পরিয়ে দি, একটি প্রতিবাদও উঠ্‌বে না। বরং আবার একটু মিষ্টি হেসে বল্‌বেন, উচ্ছাসটা বড় বেশী হচ্ছে ডক্টর চাটার্জি।

উত্তরা । (হাসিয়া) না, তা বল্‌বো না। আপনি পরিয়ে দিতে পারেন।

ডাক্তার। Thanks. (ফুলটী খোঁপায় পরাইয়া দিল)।

নটবর । হে—হে—হে—

(কুন্তলা উঠিয়া যাইতেছিল)

রজত । কুন্তলা দেবী! শুনুন।

কুন্তল । আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন রজতবাবু। আমি বড় 'আন-ইজিনেস্ ফিল' কর্‌ছি। জামা-কাপড়টা বদ্‌লে আসি।

(দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

মনি । ভাল আছেন রজতবাবু ?

রজত । হাঁ। আপনি ভাল ?

মনি । আমাকে আর আপনি কেন ?—বসুন, বসুন। নাচ কেমন দেখ্‌লেন ? মেয়েদের নাচ আপনি সমর্থন করেন ? বেহায়াপণার আর বাকি কি রইলো ? নাচ্‌তে কি আমি জানি না ?—কই, কেউ নাচাক্ দেখি আমাকে।

ডাক্তার। আপনি নাচেন !

নটবর । তা মন্দ কি।

মনি । কুন্তলের দেমাকটা একবার দেখ্‌লেন তো ? এমন জান্‌লে সত্যিই আমি আসতাম না। আপনি ডাক্‌লেন,—নিজের কানেই তো শুন্‌লাম। আপনি যাই বলুন রজতবাবু, সোমনাথের সঙ্গে ওর একটা গোলমাল আছেই।

(মিঃ মুখার্জির প্রবেশ)

মুখার্জি। ডক্টর চাটার্জি, রজত—তোমরা সবাই এবার ভেতরে চলো। আজকের দিনে মিষ্টিমুখ কর্‌তে হয়। আমি সকলকেই আহ্বান কর্‌তে এসেছি।—আসুন আপনারা।

(সকলেই ভিতরে গেলেন)

(বয় আসিয়া যথারীতি দরজার সম্মুখে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল, তারপর শূন্যঘর দেখিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইয়া ব্যস্তভাবে ভিতরে প্রবেশ করিল: একটু পরেই বয়কে লইয়া কুন্তলা আসিয়া দাঁড়াইল)

কুন্তল । বাবুকো সেলাম দেও

(বয় চলিয়া গেল: এবং একটু পরেই সোমনাথ প্রবেশ করিল)

কুন্তল । তুমি এই কার্ড পাঠিয়েছো ?

সোম । হাঁ। তাই তো রীতি কুন্তল।

কুন্তল । না, তোমার জন্যে এ-রীতি নয়।

সোম । কিন্তু আজকের দিনে এর প্রয়োজন ছিলো কুন্তল।

কুন্তল । না, ছিলো না। এ-বাড়ীতে কার্ড দিয়ে তোমাকে আস্‌তে হবে, এ তুমি ভাব্‌তে পার্‌লে সোমনাথ ?—যাক্, এত দেরী কর্‌লে কেন ?—ব'সো।

সোম । আমি প্রস্তুত হ'তে পারিনি কুন্তল !

কুন্তল । মানে ?—ও, তুমি কি উপহারের কথা বল্‌ছো ? তোমার মুখ থেকে একথাও শুন্‌বো আমি আশা করিনি।

সোম । আমার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগ্‌তো কুন্তল। সবাই যখন একটা কিছু হাতে নিয়ে তোমার কাছে পোঁছুতো, আমি তখন কোথায় লুকোতাম বল্‌তে পারো ?

কুন্তল। তোমার কাছে আমার আর কি নেবার আছে? রজতবাবু দিয়েছেন, আমাকে এক যোড়া হীরের ব্রেস্‌লেট: ডক্টর চাটার্জি দিয়েছেন দামী জুয়েলের ব্রোচ্‌: মিঃ সোলেমান দিয়েছেন পদ্মরাগের নেক্‌লেস: বিজন দিয়েছে আর্মলেট, তারপর কেউ দিয়েছেন আংটী, কেউ দিয়েছেন রিষ্টওয়াচ: মনিমাসী দিয়েছে, দামী শালের কাপড়: উত্তরাদি দিয়েছে ব্রোকেটের শাড়ী। কিন্তু তোমার প্রীতির তুলনায় এ সব কত তুচ্ছ তাও কি বলে দিতে হ'বে?

(মিঃ মুখার্জির প্রবেশ)

মুখার্জি। একি! সোমনাথ কখন এলে?

সোম। এই আস্‌ছি।

কুন্তল। বাবা! আজকের দিনে সোমনাথ আমাকে কিছু দিতে পার্‌ছে না ব'লে লজ্জিত হচ্ছে।

(মিঃ মুখার্জি হো হো করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন)

সোম। আমাকে কি-রকম অপ্রস্তুতে ফেলেছো জানো? ও-কথাটা না বল্‌লেই কি তোমার চল্‌ছিলো না?

কুন্তল। তুমি কেন বল্‌লে ওসব কথা? (একটু থামিয়া) রাগ কর্‌লে?

সোম। না।

কুন্তল। সত্যি?

সোম । সত্যি।—আচ্ছা, তোমাদের উৎসব শেষ হ'য়ে গেলো না কি?

কুন্তল । উৎসব, না ছাই। আমার এসব কিছু ভাল লাগে না। তার ওপর এমন ক'রে সং সাজিয়েছিলো আমাকে—

সোম । আহা—হা! আমি দেখ্‌তে পেলাম না?

কুন্তল । তোমার ভাগ্য।

সোম । তোমার ভাগ্যও খুব প্রসন্ন নয়।

কুন্তল । থাক্। এবার বড় বড় বক্তৃতা দেবে তো?

সোম । বক্তৃতার কথা নয় কুন্তল। আমি জানি, স্ট্রাগ্‌ল ক'রে বেঁচে থাকা যায়, মুখে হাসি ফোটান যায় না।

কুন্তল । স্ট্রাগ্‌লই যে করতে হবে এই বা তোমাকে কে বল্‌লে? আর দুঃখই যদি থাকে, না হয় ভোগ করবো।

সোম । শুনতে চমৎকার। মরা-মানুষেরও রোমাঞ্চ জাগে।

কুন্তল । আচ্ছা, থেকে থেকে তোমার কি হয় বলো তো?

সোম । অনেকদিন আগে একটা কথা বলেছিলাম তোমার মনে আছে? প্রচুর টাকা থাক্‌বে, আর তার চেয়েও থাক্‌বে মনের বল,—তবেই হবে প্রেম সার্থক। কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, ফাঁকিটা ভগবান পুরোপুরি আমাকেই দিলেন।

কুন্তল । (হাসিয়া) তার চেয়ে বলো না কেন, টাকাগুলো বিশ্রীভাবে বণ্টন হয়েছে।

সোম । তুমি হাসছো।—সত্যিই তাই। তোমাদের ঐ রজতবাবুর, —কি দরকার ছিলো অত টাকার?

কুন্তল । কিন্তু টাকার কথা পরে ভাবলেও চল্‌বে,—এখন চলো।

(রজত রায়ের প্রবেশ)

রজত । 'সরি'।

কুন্তল । আপনি খেতে গেলেন না রজতবাবু?

রজত । আপনার মা অনুরোধ কর্‌লেন, তাঁর সঙ্গেই খেতে, তাই—

কুন্তল । ও।

রজত । আপনিই বুঝি সোমনাথবাবু?

সোম । আজ্ঞে হাঁ। (নমস্কার)।

রজত । আপনার কথা এ-বাড়ীতে প্রায়ই শুনি। আপনি এম্-এ পড়্‌ছেন নিশ্চয়ই?

কুন্তল । আজ্ঞে হাঁ, আমরা একসঙ্গে পড়ি।

রজত । পড়্‌বেন বই কি। আমাদের দেশে ভাল ছেলে হবার ঐ একমাত্র 'কোয়ালিফিকেসন'।

সোম । আপনার কথা ঠিক বুঝতে পার্‌লাম না।

রজত । পাস ক'রে ডিগ্রী নেওয়ার মধ্যে যে চার্ম আছে তা বিয়ের সময় কাজে লাগানো ছাড়া, আর কোন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে ব'লে আমার জানা নাই। আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনাকে 'য়্যাটাক' কর্‌বার উদ্দেশ্যে কিন্তু বলিনি।

সোম । তবু আপনি কি বল্‌তে চান, পরিষ্কার হ'লো না।

রজত । বল্‌তে চেয়েছিলাম, কোন পাস না-ক'রেই ব্যক্তি হিসেবে

প্রমিনেণ্ট্ হ'য়ে উঠেছে এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়।

(মিঃ নটবর সাধুখাঁ প্রবেশ করিল)

নটবর । (কুন্তলকে দেখিয়া) হে—হে—হে—

কুন্তল । আপনার খাওয়া হয়েছে মিঃ নটবর সাধুখাঁ ?

নটবর । এ্যাঁ ! খাওয়া ? খুব খেয়েছি, প্রচুর খেয়েছি।

কুন্তল । (হাসিয়া) চল সোমনাথ, আমরা একটু বাগানে গিয়ে বসি।

(সোমনাথকে লইয়া কুন্তল চলিয়া গেল)

নটবর । ও ছোক্‌রা কে রজত বাবু ?

রজত । ও সোমনাথ।

নটবর । ওর কত টাকা আছে ?

রজত । খাওয়া হয়েছে, এবার বাড়ী যান।

নটবর । আর নাচ গান কিছু হবে না ?

রজত । নাচ্‌বো কি আমি ? যে নাচ্‌বে তাকে জিজ্ঞাসা করুন।

নটবর । হে—হে—হে—

(হাসিতে হাসিতে আবার ভিতরে গেল)

(অপর দিক হইতে দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ)

একজন। এইটিই কি মিঃ মুখার্জির বাড়ী ?

রজত । আজ্ঞে হাঁ।

একজন। আপনিই কি—

রজত । আজ্ঞে না,—তিনি ভিতরে আছেন। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

একজন। না, না, আমরা তাঁর কাছে আসিনি। শ্রীমতী মনিমালা এ বাড়ীতে এসেছেন সংবাদ পেয়ে—

রজত । কিন্তু তাঁর বাড়ীতে না গিয়ে এখানে কেন ?

একজন। আপনি তো বেশ মশায় ! তাঁর বাড়ী না গেলে আর এখানে আস্‌ছি কি ক'রে ?

মুখার্জি । ওখানে কে রজত ?—আর কেউ এসেছেন নাকি ?

(বলিতে বলিতে মিঃ মুখার্জি প্রবেশ করিলেন)

রজত । এঁরা মনিমালাকে খুঁজছেন।

(প্রস্থান)

মুখার্জি । মনিমালা জানেন আপনারা আস্‌বেন ?

একজন। হাঁ জানেন বই কি।

মুখার্জি । আপনার নাম ?

একজন। আমার নাম বোস্রামিন্।

মুখার্জি । হিন্দু ?

একজন। আজ্ঞে হাঁ। বোস রমেন,—রমেন বোস।

মুখার্জি । I see. আপনি ?

অপরজন। আমি ইব্রাহিম।

মুখার্জি। কি রকম?

ইব্রাহিম। আশ্চর্য্য, আপনি যে চম্‌কে উঠ্‌লেন? আজো এরকম লোকের দেখা পাবো ব'লে আমরা আশা করিনি। বুঝ্‌তে পার্‌ছি, আপনারা সংস্কার-মুক্ত ব'লে নিজেদের পরিচয় দিলেও —I mean, Reformer ন'ন। আমরা এমন-একটা যুগে এসে পড়েছি, যেখানে জাতি, ধর্ম্মের কোন নির্দ্দেশই উল্লেখ-যোগ্য নয়। আমার নামটা হচ্ছে, ইব্রাহিম—ইংরেজ-ব্রাহ্ম-হিন্দু-মুসলমানের শোভন সমন্বয়।

মুখার্জি। বুঝ্‌তে পেরেছি।—বসুন।

(ভিতরে গেলেন)

ইব্রাহিম। চ'টে গেলো না তো রে?

বোস্রামিন। চ'টে থাকে তো তোর নাম শুনেই চটেছে।

ইব্রাহিম। লোকে নামটাকে যে কেন এতখানি 'প্রিভিলেজ' দেয় জানি না। আমার নাম গৌরাঙ্গ গোঁসাই হ'লেই কি সব দোষ খণ্ডন হ'য়ে যাবে?

(মনিমালার প্রবেশ)

বোস্রা। খুব যা হোক্। আমাদের আস্‌তে ব'লে, তুমিই রইলে গা ঢাকা দিয়ে?

ইব্রাহিম। তুমি যে বলেছিলে উৎসব-বাড়ী?

বোস্রা । এসে দেখি কোথায় উৎসব !—একেবারে ফাঁকা মাঠ !

(ডক্টর চাটার্জি বাহিরে আসিলেন)

ডাক্তার। বয় !

(বয় আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল)

ডাক্তার। সোডা লে আও। (ডক্টর চাটার্জি ঘরের একটি কোন অধিকার করিয়া বসিলেন)।

উত্তরা । আঃ কি হচ্ছে রজতবাবু !

(বলিতে বলিতে উত্তরাদেবী ও রজত রায় বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল :

বয় আসিয়া সোডা রাখিয়া গেল : ডঃ চাটার্জি একটি গ্লাস টানিয়া লইয়া পকেট হইতে ফ্লাস্ক্ বাহির করিলেন : বিজন আসিয়া দাঁড়াইল)

মনি । টাকাকড়ি কিছু এনেছো ?

বিজন । ও মনিমাসী, নিউ মার্কেটে যাবে না ?

মনি । হাঁ, যাব। ডেঁপো ছেলে কোথাকার। (বোস্রামিনকে) টাকা এনেছো ?

বোস্রা । কত চাই তোমার ?

মনি । শোন বলি। (বোস্রামিন ও ইব্রাহিমকে টানিয়া লইয়া গিয়া নিরিবিলিস্থানে দাঁড়াইল)

কুন্তল । কোনদিক দিয়েই কোন বাধা হবে না সোমনাথ!

(বলিতে বলিতে সোমনাথকে লইয়া কুন্তলা দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল)

তখন ঘরের দৃশ্য এইরূপ :
মনিমালা দুজন অপরিচিত ব্যক্তির ঘাড়ে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিতেছে। ডক্টর চ্যাটার্জি ঘরের এক কোনে একটি টেবিল অধিকার করিয়া মদ্যপানে রত। বারান্দায় রজত উত্তরার খোঁপা হইতে ফুলটি খুলিয়া লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে।

কুন্তল । মনিমাসী!

(সকলে সচকিত হইয়া উঠিল)

কুন্তল । ওঁরা কে মনিমাসী?

মনি । ওঁদের তুই চিন্‌বি না ভাই কুন্তি! অনেকদিন থেকেই তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজছিলাম। ওঁদের তো সময় হয় না এদিকে আস্‌বার। ওঁরা আমার খোঁজেই এসেছিলেন। ভালই হ'লো, তোর সঙ্গেও আলাপ ক'রে যেতে পারবেন।—আসুন আপনারা।

(বোরামিন ও ইব্রাহিমকে লইয়া অন্যত্র গেল)

কুন্তল । ডক্টর চাটার্জি,—ডক্টর চাটার্জি ! এটা কি আপনার মদ্যপান ক'রবার জায়গা ?

ডাক্তার । জায়গা একটা জীবন-ভোর খুঁজে বেড়ালাম মিস্ মুখার্জি, কিন্তু পেলাম না। 'কত ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর ; কত পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।'

কুন্তল । থামুন ডক্টর চাটার্জি।

বিজন । আর একটা মজা জানো কুন্তল দি !

(বলিতে বলিতে বিজন প্রবেশ করিল)

কুন্তল। তুমি থামো বিজন।

(বিজন যেমন আসিয়াছিল তেমনি রাইট-আবাউট্ টার্ন্ করিয়া ফিরিয়া গেল)

(মিসেস মুখার্জির প্রবেশ)

মিসেস। ওরে কুন্তল, তোর কি কিছু আক্কেল নেই। এত বেলা হ'লো, রজতকে এক কাপ চা পর্য্যন্ত দিস্নি ?

কুন্তল । মা ! এখানে রজতবাবুই শুধু নিমন্ত্রিত ন'ন। আর নিমন্ত্রণ আমি করিনি, করেছিলে তোমরা। কোথায় ছিলে এতক্ষণ শুনি ?

মিসেস। আমি—কোথায়—ছিলাম ?

কুন্তল । হাঁ, কোথায় ছিলে ?

মিসেস। এমনি ক'রে আজ তুই আমার সঙ্গে কথা কইবি ?

কুন্তল। কথা আমি বল্‌তাম না। কোনদিন কিছু বলিওনি। আজ বল্‌তে তোমরা বাধ্য করালে।

মিসেস। এই উৎসবের ব্যবস্থা ক'রে আমরা তোর সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছি না ?

কুন্তল। উৎসব! এই উৎসবের পিছনে তোমাদের কি মৎলব রয়েছে, ভেবেছো আমি তা বুঝি না ?—রজতবাবুকে চা দেওয়া হয়নি ব'লে তুমি অনুযোগ কর্‌তে ছুটে এলে, কিন্তু আমার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না। চোখে দেখেও তার সঙ্গে দুটো কথা পর্য্যন্ত কইলে না।

সোম। কুন্তল! কুন্তল!

কুন্তল। আজ তোমাদের এই উৎসবের বাড়ীতে চেঁচামেচি ক'রে শান্তি নষ্ট কর্‌তে চাই না। কিন্তু যাদেরকে তুমি 'ওয়েল-টারগেট্‌' বলে মনোনীত করেছো মা, জেনো, তারা লোক ভাল নয়।

মিসেস। সবই যখন তুই জানিস, তখন যা তোর ইচ্ছে কর।

কুন্তল। আজ থেকে তাই কর্‌বো।

মিসেস। সোমনাথ, গলায় আঁচল দিয়ে ক্ষমা চাইছি বাবা, অপরাধ না নিয়ে আমার সঙ্গে এসে একটু মিষ্টি-মুখ ক'রে যাও।

কুন্তল। না, সোমনাথকে আমি বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করিছি। তোমার

অতিথিদের ভীড়ের বাইরে আমি নিজে সামনে ব'সে সোমনাথকে খাওয়াব। এসো সোমনাথ।

(সোমনাথের হাত ধরিল : মিসেস বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন)

ডাক্তার। 'বাক্-আপ, বাক্-আপ্ মাই বয়!' এমন সুযোগ হারিয়ো না বৎস।

(কুন্তল সোমনাথকে লইয়া যাইতে যাইতে কহিল—

কুন্তল। Shame! Shame on you Doctor Chatterjee!

ডাক্তার! Shame! Shame on a Shameless fellow! Thats funny, very funny. Now Doctor, be up and doing! তরুণীর চেয়েও যা তরল, অধরের সুধার চেয়েও যা মধুর, গালানো সোনার চেয়েও যা সুন্দর,—ওরে একক, ওরে অসহায়, কামিনীকুল-পরিত্যক্ত হতভাগ্য ডাক্তার, অশ্রু-কুন্তলের মত মেয়েদের প্রেডারি তাই দিয়ে ভাসিয়ে তলিয়ে দে। (গ্লাসে মদ ঢালিতে লাগিল)

—মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল—

—মঞ্চ আলোকিত হইল—

(সোমনাথ ও কুন্তল কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল)

সোম। আজকের দিনে এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পার্‌তে।

কুন্তল। তাই ব'লে ওদের ঐ নির্লজ্জ-অত্যাচারগুলো মুখ বুজে সহ্য করতে হবে ?

সোম। ওঁরা গেলেন কোথায় ?

কুন্তল। ওঁরা মানে, আর কেউ নাই। শুধ্ চাটার্জি আছেন বাবার ঘরে। একটু বেড়াতে যাবে সোমনাথ ? আমার আর কিছু ভাল লাগ্‌ছে না।

সোম। বেড়াতে ! কোথায় ?

কুন্তল। লেকে।

সোম। সর্ব্বনাশ ! তোমাকে নিয়ে এখন আমি লেকে যাবো ?

কুন্তল। কেন, দোষ কি ?

সোম। দোষের কথা নয়। সবাই মনে কর্‌বে আমরা আত্মহত্যা কর্‌তে চলেছি।

কুন্তল। ধ্যেৎ।

সোম। ধ্যেৎ নয়। আজ পর্য্যন্ত কত যোড়া ঐ-জলে ডুবে ম'লো তা জানো ? কুমারী মেয়েদের নিয়ে ঐ অভিশপ্ত-লেকে যেতে

আছে নাকি? তার চেয়ে ঘরে ব'সে চিনেবাদাম খাওয়া ভাল।

কুন্তল। চিনে বাদাম খাবে তুমি?

সোম। হাঁ।

কুন্তল। আচ্ছা খাও। আমি চল্‌লাম লেকে।

সোম। একা ডোবার বিধি নেই।

কুন্তল। তবে তুমিও চলো।

সোম। না, জলে ডুবতে আমি পার্‌বো না,—আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

কুন্তল। উঃ, কি নার্ভাস লোকের হাতেই না আমি পড়্‌তে চলেছি!

সোম। উঃ, কতবড় হার্টলেসের সঙ্গে আমার ভাগ্য জড়িত হ'তে চলেছে!

কুন্তল। আমি হার্টলেস?

সোম। ফ্রয়েড্‌ বলেন, নারী মাত্রই হার্টলেস।

কুন্তল। কিন্তু আর একজন মনীষি বলেন, পুরুষরা শেম্‌লেস।

সোম। লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। পুরুষের ওটা না-থাকাই স্বাভাবিক।

কুন্তল। স্বাভাবিক?—আচ্ছা। (গম্ভীর হইল: একটু পরে দরজার দিকে মুখ করিয়া) রজতবাবু!—আপনি মার কাছে একটু বসুন। আমি কাপড় বদ্‌লেই আস্‌ছি।

সোম। রজতবাবু!

কুন্তল। হাঁ। আমাকে নিয়ে তাঁর সিনেমা যাবার কথা।

সোম। তবে যে আমাকে লেকে যেতে বল্‌ছিলে ?

কুন্তল। দেখ্‌ছিলাম পরীক্ষা ক'রে তুমি যাও কিনা।

সোম। যদি যেতে চাইতাম ?

কুন্তল। তখন আমিই বেঁকে দাঁড়াতাম।

সোম। ও। আচ্ছা, তুমি যাও।

(কুন্তলা অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিল)

মিসেস। গেল, গেল, সব গেল। যাক্‌, আমি কি করবো।

(বলিতে বলিতে মিসেস মুখার্জি প্রবেশ করিলেন)

কুন্তল। :কে গেল ?

মিসেস। একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আর এসে দেখি নাই !

কুন্তল। আঃ, বলই না কে নাই,—কে চ'লে গেলো ? :

মিসেস। এক কেট্‌লি জল চাপিয়ে গিয়েছিলাম,—এসে দেখি এক কৌটা নাই !

(কুন্তল খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল)

সোম। আপনি যান, ওঘরে রজতবাবু ব'সে আছেন।

মিসেস। রজত ?

কুন্তল। তুমিও যেমন, কার কথা শুনছো।

সোম। তুমিই তো বল্‌লে আমাকে।

কুন্তল। না, মা।

মিসেস। ওরে শ্যামস্বরূপ ! আঃ, কি বিপদেই না পড়েছি। আর এক কেট্‌লি রে বাবা !

(প্রস্থান)

সোম। আমাকে এরকম অপ্রস্তুতে না ফেল্‌লেই কি চল্‌ছিলো না ?

কুন্তল। কেমন জব্দ। আচ্ছা, এবার আপোষ কর,—তুমিও আমাকে কোনদিন বিপদে ফেল্‌বে না, আমিও না।

সোম। তার আগে একটা চার্ট কর। তাতে দুটি বিভাগ থাক্‌বে, বিবাহের আগে এবং পরে। অর্থাৎ বিবাহের আগে কোন্ কোন্ নিয়ম মেনে চলা হবে এবং বিবাহের পরেই বা কি কি।

কুন্তল। শুনি তোমার চার্টের নমুনা।

সোম। সবার আগে জেনে রাখো,—বিয়ের মানে, আমরা ধ'রে নেবো পরস্পর দূরে থেকেও নিবিড় মিলন ;

কুন্তল। ও। তা হ'লে দূরে স'রে বসি।

সোম। Exactly so. (সোমনাথ তাহার চেয়ার লইয়া দূরে বসিল)

কুন্তল। এই,—শোনো।

সোম। বল।

কুন্তল। চেয়ারটা সরিয়ে দাও না।

(সোমনাথ চেয়ার সরাইয়া দিল)

কুন্তল। Thanks.

সোম। এখন শোন চার্ট কেমন হবে। বিয়ের আগে কোথাও বেড়ানো চল্‌বে না।

কুন্তল। বাড়ীতে ব'সে চিনেবাদাম খেতে হবে ?

সোম। (হাসিয়া) না, তা খেতে হবে না। তারপর আমার কথার কোন প্রতিবাদ করা চল্‌বে না।

কুন্তল। গলা ধ'রে দাঁড়ানো চল্‌বে কিনা?

সোম। না, তাও চলবে না।

কুন্তল। আচ্ছা, বিয়ের পরের কথাটা শুনি।

সোম। বিয়ের পরে সদা সর্ব্বদা তুমি আমার কাছটিতে থাক্‌বে। যখন যেটা দরকার হবে, হাতের কাছে এগিয়ে দেবে।

কুন্তল। এক কথায় 'বয়'-এর কাজ কর্‌তে হবে?—আচ্ছা, হ'লো—তারপর?

সোম। মনোরঞ্জন কর্‌তে পারো আর নাই পারো, শান্তি ভঙ্গ কর্‌বে না। দাম্পত্য প্রেমকে মধুরতর করবার জন্যে দীর্ঘবিচ্ছেদকে অপরিহার্য্যরূপে গ্রহণ কর্‌তে হবে।

কুন্তল। সে-সময় চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চল্‌বে কি?

সোম। চল্‌বে মানে? খুব বিশেষ রকম চল্‌বে। আমার তো মনে হয়, আসল বস্তুর চাইতে চিঠিটাই মধুর।

কুন্তল। তাহ'লে আমাকে দরকার কি?

সোম। এমন অনেক লোক আছে, সারাটা জীবন চিঠি লিখেই কাটিয়ে দিলে,—চিঠির মানুষকে কোনদিনই দরকার হ'লো না।

কুন্তল। খুব ভাল। এ-আইডিয়াকে কাজে লাগাতে হ'লে তোমার অন্য-কোথাও যাওয়া উচিত।

সোম। সুতরাং বুঝ্‌তে পারছো, কোন দিক দিয়েই তোমার লেকে যাওয়া চল্‌ছে না।

কুন্তল। হুঁ, বুঝ্‌তে পারছি। চিঠি লেখাটাই হবে আমার বিবাহিত-জীবনের প্রধান কাজ।

সোম। নিশ্চয়। চিঠিই হ'লো মানুষের সব। চিঠি না থাক্‌লে, দেখতে পেতে আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়ে যেতো।

কুন্তল। তা হ'লে তো তোমার আর আমার এক বাড়ীতে থাকা চল্‌বে না। একই জায়গায় বাস ক'রে চিঠি লেখা সেই বা কেমন হবে।

সোম। খুব হবে। কেন হবে না? চিঠিটাই হবে আমাদের মুখ্য। চিঠির মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরকে জান্‌বো।

কুন্তল। Good. তা হ'লে তো এতটা কাল আমরা বৃথাই সময় নষ্ট করেছি। এতদিনের আলাপ-পরিচয়েও আমরা কেউ কাউকে জান্‌লামই না?—Sad!

সোম। তুমি থাক্‌বে একঘরে, আমি অন্যঘরে। একঘরেও আপত্তি নাই, তবে খাটটা হবে ভিন্ন। সকালে উঠেই আমরা চিঠি পাবো আমাদের খাটে।

কুন্তল। রাত জেগে লেখা চল্‌বে বুঝি?

সোম। হাঁ। রাত-জেগে লেখার একটা মাদকতা আছে।

কুন্তল। কিন্তু মাথা গরম হবার সম্ভাবনাও আছে।

সোম। অমন হাল্কা মাথা নিয়ে বিয়ে করা উচিত নয়।

কুন্তল। বিয়ে করা উচিত নয়, বেড়ানোও উচিত নয়,—তবে কি- উচিত তাই বলো না? (হাসিল)

সোম। তুমি হাস্‌ছো?

কুন্তল। তোমার চিনেবাদামের কি হ'লো?

সোম। আচ্ছা, এমনো তো হ'তে পারে, আমি তোমাকে বিয়ে করলাম না।

কুন্তল। পারে বই কি।

সোম। ঐ রজতটা করলো বিয়ে?

কুন্তল। হাঁ, তাও সম্ভব।

সোম। সম্ভব?

কুন্তল। আচ্ছা, রজত বাবুর ওপর তোমার এত রাগ কেন বলো দেখি?

সোম। কেন জানি না, ঐ লোকটাকে আমি সহ্য করতে পারলাম না।

কুন্তল। কি করেছেন তিনি?

সোম। কি যে করেছেন, ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পারবো না। হয়তো আমি নিজেও জানি না, তবু লোকটা আমার পীড়াদায়ক।

কুন্তল। আমি কিন্তু জানি। (হাসিয়া) বল্‌বো?

সোম। থাক্, আর ব'লে কাজ নেই।

(কথা বলিতে বলিতে মিঃ মুখার্জি এবং ডক্টর চাটার্জি প্রবেশ করিলেন—)

মুখার্জি। ওরে কুন্তল, ডক্টর চাটার্জি তাঁর ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত হয়েছেন।

(ডাক্তার হাসিলেন)

ডাক্তার। ওয়েল্। আপনার নামটা কি আমি ভুলে যাই। মঙ্গল, বুধ—(আর কিছু মনে করিতে না পারিয়া আঙ্গুল নাড়িতে লাগিলেন)।

সোম । আজ্ঞে না, আমার নাম সোমনাথ।

ডাক্তার । I see. আপনি সোমনাথ, অশ্রুদেবীর দাদা।

সোমনাথ। অশ্রুকে আপনি চেনেন নাকি!

ডাক্তার । চিনি বই কি। একটু ঘনিষ্ঠভাবেই চিনি।

সোমনাথ। আপনাকে আমাদের বাড়ীতে কখনো দেখিনি তো ?

ডাক্তার । বাপের ওপর রাগ ক'রে বাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, কৃতী ছেলে আপনি, কারুর খোঁজ খবর নিচ্ছেন না—তাই বাধ্য হয়ে আমাকেই……

মুখার্জি । একটা খবর আপনাদের জানানো হয়নি—অবশ্য জানাবার এখনো সময় আসেনি। সোমনাথের সঙ্গে আমি কুন্তলের বিয়ে দিচ্ছি।

ডাক্তার। (প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন : তারপর সামলাইয়া লইয়া বলিলেন) তাহলে একটা মোটা যৌতুকও দেবেন, শেখরবাবু বড় অভাবে রয়েছেন……

মুখার্জি। যৌতুক ত দোবই। কিন্তু সোমনাথ সিভিল-ম্যারেজ করবে না। তাই মনে করছি—

ডাক্তার। 'হরিব্‌ল।' আপনি ঐ হিন্দু-বিবাহ সমর্থন করবেন ?

মুখার্জি । কেন করবো না ডক্টর চাটার্জি !

ডাক্তার । কুন্তলা দেবী আপনারও কি ঐ মত ?

কুন্তল । আপনি কি আমার কাচ থেকে অন্যমত শোন্‌বার আশা রাখেন ?

ডাক্তার । নিশ্চয় । আপনাদের রুচি নিয়েই আমাদের সমাজ ।

কুন্তল । আমাদের বল্‌তে আপনি কাদেরকে mean কর্‌ছেন ডক্টর চাটার্জি ? যাদেরকেই mean করুন, আপনাদের এই আদর্শ-বিহীন সমাজের গৌরব না করাই ভাল ।

ডাক্তার । আদর্শ-বিহীন ?

কুন্তল । একশোবার বল্‌বো ডক্টর চাটার্জি ! আপনাদের আদর্শ কোথায় ? আপনারাই প্রকারান্তরে মেয়েদেরকে প্রশ্রয় দিয়ে এই নির্দ্দেশই দিচ্ছেন যে ফ্লার্ট করা পাপ নয়— ।

ডাক্তার । আমরাই নির্দ্দেশ দিচ্ছি ?

কুন্তল । নয় কি ? আপনি এখানে কেন এসেছেন ডক্টর চাটার্জি ?

ডাক্তার । কেন ?

কুন্তল । হাঁ । আর ঐ 'কেন'র উত্তর বল্‌তে আপনাকে অনেকবার ঢোক গিল্‌তে হবে ।

ডাক্তার । ঢোক গিল্‌তে হবে ?

কুন্তল । হাঁ । আর নিশ্চয় আপনি বাবার কাছে আসেন নি । এসেছেন কি ? আপনার লজ্জিত হবার প্রয়োজন নাই । উত্তর যে একটা দিতেই হবে এমন কথাও আপনাকে বলিনি । কিন্তু একথা বিশ্বাস করুন,—আমরা সব বুঝ্‌তে পারি । বোঝে সবাই— কিন্তু নিজেকে সাম্‌লাতে পারে না । কিন্তু এও জান্‌বেন,

এই ভেসে যাওয়ার মানসিক-দুষ্কৃতি থেকে যারা রক্ষা পেলো, তারা আপনাদের সমাজকে অভিসম্পাতই করবে।

মুখার্জি। আঃ কি হচ্ছে কুন্তল?

কুন্তল। তুমি জানো না বাবা। এঁরা কতখানি আমাদের অহিত করেছেন। নাচিয়ে দিয়ে এঁরা মজা দেখেন। নিজে নাচেন না, অপরকে নাচান। মেয়েদের কি দোষ! দিনের পর দিন তাদের কানের কাছে আপনারা যেভাবে গুঞ্জন করেন, তা অতি বড় নির্লজ্জ না হ'লে কেউ পারে না।

ডাক্তার। কিন্তু আপনারা সবাই মিলে সমাজেরই দোষ দেন কেন?

কুন্তল। দোষ দি', কারণ আপনাদের সমাজে তার অনুমোদন আছে। মিশবো না বল্‌লেও, আপনারা তাকে নিষ্কৃতি দেবেন না। বল্‌বেন, আন-সোশ্যাল, আন-কালচার্ড। ডক্টর চাটার্জি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমাদের এ-বিয়ে হোক্। এবং বিয়ে হ'লে দেখবেন, এই আমারই সঙ্গে কথা বল্‌তে আপনার মাথা কি-ভাবে নত হয়ে আসে।

ডাক্তার। ঠাট্টা ক'রে আমার আশীর্ব্বাদ চাইলেন মিস মুখার্জি। কিন্তু আপনি জানেন না যে সত্যি সত্যিই আমি আপনাদের এই বিয়ে অসম্ভব ক'রে তুল্‌তে পারি।

কুন্তল। আমার বাবা যখন মত দিয়েছেন তখন কোন বাধাকেই আমি আর গ্রাহ্য করি না।

ডাক্তার। আপনাদের এই প্রগাঢ় প্রেমের আমি তারিফ করি—কিন্তু

'ধীরে রজনী, ধীরে'—না না সোমনাথ উঠো না, একটুখানি ব'সো। মিস্ মুখার্জিকে বুঝিয়ে দিতে চাই, মনে মনে তিনি কেমন তাসের ঘর গ'ড়ে তুল্‌ছেন।

কুন্তল । সেই তাসের ঘরই আমাদের প্রীতির পরশে পাথরের প্রাসাদ হ'য়ে উঠ্‌বে।

ডাক্তার। Well! Let us see how it stands! তারপর সোমনাথ, তোমার বাবা যে টাকা দিচ্ছেন না,—তার কি করি বলো?

সোম । সে তাঁকেই বল্‌বেন।

ডাক্তার। হাঁ, বল্‌বো বই কি। তবে তোমারও সেটা জানা দরকার।

মুখার্জি। আপনি ওসব পারিবারিক কথা—

ডাক্তার। কিছু না, কিছু না—ওদের সঙ্গে আমার—

সোম । টাকা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। সুতরাং আমাকে না বলাই ভাল।

ডাক্তার। তোমার পক্ষে ভাল হ'তে পারে। কিন্তু আমি চাই টাকা।

মুখার্জি। আমি বলি, ওসব প্রসঙ্গ এখানে তুল্‌বেন না। ওর বাপের সঙ্গে এখন কোন যোগাযোগ নাই।

ডাক্তার। না থাকাই স্বাভাবিক মিঃ মুখার্জি। এতদিন ছিলো এইটিই আশ্চর্য্য। (সোমনাথকে) তাহ'লে তুমি সব জানো?—জান্‌বে বই কি: এ আর কতকাল লুকনো থাক্‌বে।

সোম । (আগাইয়া আসিল) কি বল্‌তে চান আপনি?—এতক্ষণ ধৈর্য্যের সঙ্গে আমি সহ্য করছি।

ডাক্তার। ও বুঝেছি। কথাটা এখানে প্রকাশ হ'য়ে যায়, তুমি তা চাও না।

সোম । কি বল্‌ছেন আপনি ?

ডাক্তার। বল্‌তে তো আমি চাই না সোমনাথ। আমি চাই টাকা।

মুখার্জি। (বিরক্ত হইয়া) কত টাকা পাবেন আপনি ?

ডাক্তার। কেন, আপনি দেবেন না কি ? কিন্তু সে আর কবার দেবেন ? প্রতিমাসে আমার টাকা চাই। সেই রকমই কথা আছে ওর বাবার সঙ্গে।

মুখার্জি। তাহ'লে, আপনি ওর বাবার কাছেই যান।

ডাক্তার। সেও হয়েছে এক মুস্কিল। গজপতির কণ্ঠ শুনলেই তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

মুখার্জি। গজপতির কণ্ঠ মানে ?

ডাক্তার। মানে একটা আছে বৈকি ! খুব রহস্যময়, খুব জটিল। সেটাকে সহজ সরল সকলের বোধগম্য ক'রে তুলব না ব'লেই, তিনি আমাকে টাকার যোগান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মুখার্জি। টাকার যোগান দেবার প্রতিশ্রুতি !

ডাক্তার। হাঁ, তাঁর অনেক কথাই আমি জানি কিনা। (হাসিল)

সোম । (ক্রুদ্ধ হইয়া) কি কথা জানেন আপনি ?

ডাক্তার। জানি অনেক কথাই। (আবার হাসি) এই ধর, তোমার মা কি ক'রে মারা যান,—তুমি কে ? তোমার জন্মরহস্য কি ?—জানি না কি ? (হাসি)

মুখার্জি। (চীৎকার করিয়া) ডক্টর চাটার্জি !

ডাক্তার। আপনি উত্তেজিত হবেন না মিঃ মুখার্জি! ও আমাদের পারিবারিক কথা। (হাসি)

মুখার্জি। আপনার পারিবারিক কথা অন্যত্র বল্‌বেন।

ডাক্তার। বেশ, তার জন্যে আমার ব্যস্ত হবার কি আছে।

সোম । না, আপনি এখুনি বলুন,—কি বল্‌তে চান ?

ডাক্তার। অবশ্য অপ্রিয় কথা যে বলে, সেই বিরক্তিভাজন হয়। কিন্তু আমার দোষ কি বলো। অশ্রুর মা, তোমার মা এক নয়।

সোম । এক নয় !

অশ্রু । বাবা !

মুখার্জি। সেকি !

ডাক্তার। তোমার বাবা তোমার মাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ করেন নি।

মুখার্জি। গুড্ গ্রেসাস্।—সোমনাথ !

সোম । আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

(ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

মুখার্জি। (চীৎকার করিয়া) সোমনাথ !

(সোমনাথের পিছনে পিছনে ছুটিলেন)

কুন্তল । ডক্টর চাটার্জি, এতবড় মিথ্যা ব'লে আপনার কি লাভ হ'লো ?

ডাক্তার। মিথ্যে ! এক বর্ণও মিথ্যে নয় মিস মুখার্জি।

কুন্তল । মিথ্যে নয় ?

ডাক্তার। তাসের ঘর কি দুলছে মিস মুখার্জি ?

কুন্তল। আপনি বেরিয়ে যান। বেরিয়ে যান এখানথেকে।

ডাক্তার। সমাজের লোকদের ডেকে ডেকে বলব মিস কুন্তলা দেবীর প্রীতি দিয়ে তৈরি পাথরের প্রাসাদ প্রেমের হাওয়ায় তাসের ঘরের মত দুল্‌ছে ?

কুন্তল। (মুখবিকৃত করিয়া) সোশ্যাল-রিফরমার !—স্কাউণ্ড্রেল্‌! Get out,—Get out,—Get out.

(বলিতে বলিতে কুন্তলা কাঁদিয়া ফেলিল: ডক্টর চাটার্জি সিগারেট ধরাইয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন)

শেখরনাথের বাড়ী

[ডাক্তার ও অশ্রুমতী]

ডাক্তার। আপনি ঘড়ি রাখুন,—টাকার জন্যে ভাব্‌তে হবে না।

অশ্রু। কিন্তু আপনার কাছ থেকে আমি আর নিতে পার্‌বো না।

ডাক্তার। অনুগ্রহ ক'রে না হয় নিলেনই।

অশ্রু। নেওয়ারও একটা সীমা থাকা উচিত ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। আমার সম্বন্ধে এতখানি উচিত অনুচিতের কথাই বা আপনার মনে আসে কেন? আপনি জানেন, এতে আমি দুঃখিত হই।

(অশ্রু মাথা নিচু করিয়া বসিয়া রহিল)

ডাক্তার। অশ্রু!

(অশ্রু চমকাইয়া উঠিল)

ডাক্তার। একটা কথা আমি ক'দিন থেকেই ভাব্‌ছি অশ্রু, কিন্তু তোমা[র] কাছ থেকে—

অশ্রু। আমাকে 'আপনি'ই বল্‌বেন।

ডাক্তার। রাগ যদি অবশ্য কর, তা হ'লে আমাকে 'আপনি'ই বল্‌তে হবে। কিন্তু নাই বা থাক্‌লো, আমাদের মধ্যে ঐ 'ফর্‌ম্যালিটি'।

অশ্রু । হাঁ, কি বল্‌ছিলেন আপনি ?

ডাক্তার। কি বল্‌তে চেয়েছিলাম, তা ঠিক আমারও এখন মনে নাই। —একটা কথা বিশ্বাস কর্‌বে অশ্রু ?

অশ্রু । বলুন।

ডাক্তার। তোমার জন্যেই আমি এখানে আসি।

অশ্রু । (বিচলিত হইয়া) না, না, আপনি অমন কথা বল্‌বেন না।

ডাক্তার। শুন্‌তে না চাও, বল্‌বো না। কিন্তু তোমাকে আর ভাল লাগ্‌বে না এই বা কি ক'রে বল্‌বো ?

অশ্রু । আপনি অন্য কথা বলুন।

ডাক্তার। অন্য কথা ? এক যে ছিলো রাজা—

অশ্রু । (হাসিয়া) সে কথা আমিও জানি। তার ছিলো দুই রাণী। কিন্তু সেসব কথা থাক্ ডাক্তারবাবু, আমাদের কি উপায় হবে বলুন।

ডাক্তার। এক উপায় আছে, লোটা-কম্বল নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়া। (হাসি)।

অশ্রু । আপনি এমন অবস্থাতে হাস্‌তে পারেন ?

ডাক্তার। হাসিটাই আসল অশ্রু। ফলে-ফুলে লতায় পাতায় আকাশে-বাতাসে দেখ্‌তে পাও না সেই হাসিরই আভাস ? কান্না একটা ব্যতিক্রম : তাকে তুমি প্রশ্রয় দিও না অশ্রু।

অশ্রু । বাবার জন্যেই আমার যত ভাবনা। বাবার চেয়ে আমার বড় কেউ নাই। তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের এতটুকু ত্রুটি আমি কি ক'রে সইবো ডাক্তার বাবু! (কণ্ঠ রুদ্ধ হইল)।

ডাক্তার। অশ্রু!—এই টাকা নাও। আর তোমাকে অনুরোধ কর্‌ছি, যখন যা প্রয়োজন হবে, অসঙ্কোচে আমাকে বল্‌বে। বল,—বল্‌বে?

অশ্রু । আপনি কাকে গান শেখাবার কথা বলেছিলেন—তাদের বলুন, আমি শেখাবো।

ডাক্তার। না, আর তোমাকে শেখাতে হবে না।

অশ্রু । শেখাতে হবে না? কিন্তু এই বা কি ক'রে হবে ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। কেন হবে না। আমাকে আপনার ক'রে নিতে পার্‌ছো না ব'লেই তুমি আমার ঘনিষ্ঠতায় এমন ভয় পাচ্ছ।

অশ্রু । (হাসি আনিয়া) কে বল্‌লে আমি ভয় পেয়েছি?

ডাক্তার। আমি বল্‌ছি।

অশ্রু । কক্‌খনো নয়।

ডাক্তার। কক্‌খনো নয়?—আচ্ছা, পরীক্ষা দাও।

অশ্রু । কি কর্‌তে হবে, বলুন?

ডাক্তার। এইখানে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থাক্‌বে, আমার মুখের দিকে চেয়ে।

অশ্রু । (হাসিয়া) তাই থাকা যায় নাকি?

ডাক্তার। কেন যাবে না?—এই তো আমি আছি।

অশ্রু । আপনারা যা সহজে পারেন, আমরা তা পারি না।

ডাক্তার। না-পারাটা দুর্ব্বলতা। যে-দুর্ব্বলতা মেয়েদেরকে পঙ্গু ক'রে রেখেছে।—যে-দেশের মেয়েরা সোজা হ'য়ে পুরুষের সাম্‌নে দাঁড়াতে জানে না তাদের পতন অনিবার্য্য। ওদের দেশের মেয়েদের দেখেছো?

অশ্রু। আমি তো ওদেশের মেয়ে নই।

ডাক্তার। যদি বলি, তোমার মধ্যেও আছে সেই উত্তাপ।

অশ্রু। (হাসিয়া) আছে নাকি?

ডাক্তার। হাঁ, আছে। কেবল জ্বলে উঠ্‌তে পারো না,—মিথ্যা সংস্কারের সনাতন-বন্ধন থেকে বেরিয়ে আস্‌তে জানো না।

অশ্রু। (হাসিয়া) তা হ'লে কি হ'তো?

ডাক্তার। ও, এত বড় 'সিরিয়াস' কথায় তুমি হাস্‌ছো?

অশ্রু। (হাসিয়া) হাঁ। আপনিই তো বল্‌লেন, হাসিটাই আসল।

ডাক্তার। ও।

অশ্রু। কি হ'লো? এবার যে আপনি নিজেই হাসি বন্ধ কর্‌লেন।

ডাক্তার। হুঁ।

অশ্রু। আর কিছু বল্‌বেন না?

ডাক্তার। না।

অশ্রু। কিন্তু বল্‌বার তো অনেক ছিলো।

ডাক্তার। কি ছিলো?

অশ্রু। ছিলো না? এই তো এতক্ষণ ধ'রে বল্‌লেন। এবার বুঝি গৃহস্থকে সজাগ দেখে চুপ ক'রে গেলেন?

অশ্রু । আপনার বন্ধুদের জামা তৈরী করবার কি হ'লো ?

ডাক্তার। ও আর তোমার ক'রে কাজ নাই।

অশ্রু । তাও নাই ? তবে বুঝি শুধু প্রয়োজন মত আপনার কাছ থেকে চেয়ে চেয়ে নেবো ?

ডাক্তার। আচ্ছা, তোমার বাবা এখনো নীচে নাম্‌লেন না কেন বলো দেখি ?

অশ্রু । (হাসিয়া) কেন, মন কেমন করছে ?

ডাক্তার। না, তা নয়। একটা 'কিউরিসিটি'। তা ছাড়া আমি এলেই নীচে নামেন কি না।—আশ্চর্য্য অনুভব-শক্তি !

অশ্রু । ও আর বেশী কথা কি ডাক্তারবাবু !—অনেকগুলো পাখী ছিলো,—ওপরের ঘর তো দেখেছেন, ঐ বারান্দায় তারা থাক্‌তো। সকালে উঠেই তারা ডাক্‌তো।—তাদের ডাকেই বাবার ঘুম ভাঙ্‌তো। একদিন হঠাৎ একটা পাখী ডাক্‌লো না, বাবা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন : ওরে, বুলু কেন আজ ডাক্‌লো না দেখ্‌। অতগুলো পাখীর মধ্যে কে ডাক্‌লো না—এ চিনে নিতে তাঁর কষ্ট হ'লো না।

ডাক্তার। আশ্চর্য্য ! অথচ মাঝে মাঝে আমাকে গজপতি ব'লে ভুল করেন।

অশ্রু । আমাদের অসুখ হ'লে, তিনি পায়ের শব্দে জান্‌তে পারেন।

ডাক্তার। আজ যদি তোমার বাবা আবার চোখে দেখ্‌তে পান, তা হ'লে—

অশ্রু । (আনন্দে) তা হ'লে ?—

ডাক্তার। তা হ'লে—ডাক্তার আর গজপতি নিয়ে তাঁর এই ভ্রম এক মুহূর্ত্তেই ঘুচে যেত।

অশ্রু । বাবা দৃষ্টি ফিরে পেলে আপ'নি যা চাইতেন তাই দিতাম।

ডাক্তার। যা চাইতাম ? যদি তোমাকে চাইতাম ?

(অশ্রু মাথা নীচু করিল)

ডাক্তার। বলো অশ্রু ?—ভয়ে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেলো !

অশ্রু । আপনি এমন ক'রে বলেন, মনে হয় সত্যি বুঝি।

ডাক্তার। সত্যিই যদি চাইতাম, কি করতে ?

অশ্রু । বাবার জন্যে আমি সব পারি।

ডাক্তার। তুমি তোমার বাবাকে এত ভালবাসো ?

অশ্রু । সত্যি ডাক্তারবাবু, আমার কাছে বাবার চেয়ে কিছুই বড় নয়।

(ডাক্তার অন্যমনস্ক হইয়া গেল)

অশ্রু । কি,—বড় যে গম্ভীর হ'য়ে গেলেন ?

ডাক্তার। না, কিছু নয়।

অশ্রু । না, কি হয়েছে বলুন।

ডাক্তার। কি হবে শুনে ? শুন্‌লে হাস্‌বে।

অশ্রু । না হয় হাস্‌লাম।—বলুন না।

ডাক্তার। মনে হচ্ছিলো কি জানো ? তোমার বাবা ভাগ্যবান।

অশ্রু । ও, এই কথা। এতে হাস্‌বার কি আছে ?

ডাক্তার। হাস্‌বার নেই নাকি ?

অশ্রু । মোটেই না।

ডাক্তার। আচ্ছা, এমনো তো হ'তে পারে, তুমি মনে মনে হাস্‌ছো—যেটা আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না ?

অশ্রু । কি আশ্চর্য্য, আমি হাসছি না বল্‌ছি। তা ছাড়া মনে মনে হাসা যায় না কি ?

ডাক্তার। মনে মনে কত কি কল্পনা করা যেতে পারে, আর হাসা যাবে না ? এই আমার মনে এখন কি কাজ চল্‌ছে তা যেমন কেউ জানে না—

অশ্রু । আপনি বসুন, আমি যাই।

ডাক্তার। কেন, আমার কাছে থাক্‌তে কি তোমার ভাল লাগে না ?

অশ্রু । না, তা নয়। আমি অনেকক্ষণ এসেছি।

ডাক্তার। কিন্তু একথা কি তুমি জানো না, আমি আমার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম ফেলে এখানে চ'লে আসি ?

অশ্রু । এমন ক'রে আর আস্‌বেন না।

ডাক্তার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) তা যদি পার্‌তাম। আচ্ছা, একটা কথা ভাব্‌তে পার অশ্রু, আমি তোমাকে যেতে দিলাম না ?

অশ্রু । (বিচলিত হইয়া) আপনি আমাকে ক্ষমা করুন,—আমি যাই।

ডাক্তার। না, তুমি যেতে পাবে না।

অশ্রু । আমাকে ছেড়ে দি'ন।

ডাক্তার। (উচ্চহাস্য করিয়া) খুব ভয় পেয়ে গেলে দেখ্‌ছি। এত ছেলেমানুষ তুমি? যেতে দেবো না তাও কি কখন হয়— না, তোমাকে আট্‌কাতে পারি আমি? আমি কি জানি না, তুমি তোমার বাবাকে ছেড়ে একমুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারবে না? না, আমি ছেড়ে আস্‌তে বল্‌লেই তুমি আসবে?— ছি, ছি, এত অল্পতেই ভয় পেয়ে যাবে, আমি ভাবিনি।

শেখর । ও রে অশ্রু!

(বলিতে বলিতে শেখরনাথ নীচে নামিলেন : ডাক্তার ইঙ্গিতে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাহার উপস্থিতির কথা জানাইতে নিষেধ করিয়া চোরের মত পা টিপিয়া বাহির হইয়া গেল)

অশ্রু । এই যে বাবা!

শেখর । ডাক্তার ছিলো না?

অশ্রু । হাঁ—না বাবা।

শেখর । হাঁ, আবার না? (হাসিলেন)।

অশ্রু । আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বাবা!

শেখর । তোর ঐ গানটা মনে আছে রে? 'আমার আলো কোথায় রে'?

অশ্রু হাঁ। গাইব বাবা?

অশ্রু গাহিল ঃ

আমার আলো কোথায় রে,
সে যে আকাশ-বালার
সাত-নরী হার
বিশ্বে দোলায় রে।
ফুটলো কমল নীল-সায়রে
ফোটায় হাসি দিগন্তরে
সেই হাসি মোর গানে গানে
ছন্দ জাগায় রে।

শেখর । কুন্তল কি বল্‌লে রে ?

অশ্রু । আমাদের দেখ্‌তে এসেছিলো বাবা !

শেখর । আর কিছু বল্‌লে না তোকে ?

অশ্রু । দাদার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

শেখর । এঁ্যা !—করিছিলি ? কি বল্‌লে রে ?

অশ্রু । দাদা পড়াশোনা কর্‌ছে।

শেখর । কর্‌ছে ?—ভাল। পড়াশোনার ঝোঁকটা ওর চিরকালই—নয় রে ?

অশ্রু । হাঁ বাবা। দেখোনি, পড়াশোনার এতটুকু ক্ষতি দাদা সইতে পার্‌তো না ?

শেখর । হাঁ।

অশ্রু । আমাকে একদিন মেরেই বস্‌লো।—একটু গোলমাল করেছিলাম তাই।

(শেখরনাথ ছেলেমানুষের মত হাসিতে লাগিলেন)

অশ্রু । একেবারে ছেলেমানুষ বাবা!

শেখর । কে?

অশ্রু । কুন্তল। বল্‌লে, তুমি অশ্রু,—নয়? আর এত বক্‌তে পারে! অনর্গল বকে! একটুও অহঙ্কার নাই। যেন কতদিনের আলাপ।

(শেখরনাথ হাসিতেই লাগিলেন)

অশ্রু । দাদার সঙ্গে বিয়ে হ'লে—

শেখর । এঁ্যা! বিয়ে? না—না!—না—

অশ্রু । কিন্তু কুন্তল খুব ভাল মেয়ে বাবা!

শেখর । ওরে বিন্দু! রাত্রি কত হ'ল দেখ্—ঘড়িটাও নাই। ঘড়ির প্রয়োজন যে কতখানি আজ বুঝতে পার্‌ছি। ডাক্তার বল্‌ছিলো, বাঁচ্‌তে হ'লে মানুষেব অনেককিছুই দরকার হয়। কিন্তু দরকার কি মানুষের একটুখানি। একদিন আমার কত কি-র দরকার ছিলো,—আজ কিছুরই নাই। আবার রাস্তায় যারা থাকে—কুন্তল আছে না কি রে?

অশ্রু । না বাবা, তবে দাদাকে নিয়ে আসবে ব'লে গিয়েছে।

শেখর । আস্‌বে বলেছে?—আস্‌বে বই কি। ওরে বিন্দু! দরজা

খুলে রেখে দে রে, খুলে রেখে দে। এসে যেন না ফিরে যায়। আস্‌বে ঃ এ তুই দেখিস্।—আচ্ছা, ডেকে ডেকে ফিরে যায়নি তো রে ?

অশ্রু । না বাবা।

শেখর । কুন্তল খুব হাস্‌তে পারে—নয় ? না, না, অত হাসা চল্‌বে না এ বাড়ীতে।

অশ্রু । তুমি মত দাও বাবা! তোমারই মতের অপেক্ষায় আজো ওরা বিয়ে কর্‌তে পার্‌ছে না।

শেখর । ঝড়—ঝড়!—দরজা বন্ধ ক'রে দে,—দরজা বন্ধ ক'রে দে!

অশ্রু । কোথায় ঝড় বাবা!

শেখর । এই ঝড় উ'ঠেছিলো আর-একদিন।—সব চুরমার ক'রে দিয়ে গেলো রে, সব চুরমার ক'রে দিয়ে গেলো।

অশ্রু । বাবা! বাবা!

শেখর । কে ডাক্‌লো? সোমনাথ? (থামিয়া) ও, কুন্তল? থাক্ থাক্, প্রণাম কর্‌তে হবে না মা!

অশ্রু । (চীৎকার করিয়া) পিসীমা!

বিন্দু । কি হচ্ছে দাদা!

(বলিতে বলিতে বিন্দু প্রবেশ করিল)

শেখর । না, না আমি যাই।

বিন্দু । কোথায় যাচ্ছো ?

শেখর । এ্যাঁ কোথায় ?

অশ্রু । একি হ'লো পিসীমা !

বিন্দু । দাদা, অশ্রু কাঁদছে !

শেখর । অশ্রু। তোর নাম অশ্রু,—নয় ? বেশ নাম, খাসা নাম। কাঁদ্‌বে বই কি।—এমনি ক'রে কেঁদেছিলো তোর মা।—আহা—হা !

বিন্দু । দাদা !

শেখর । ও।—বল্‌বো না,—নয় ? কিন্তু আমি কি আর পারি রে ! বুকখানা যে চৌচির হ'য়ে গেলো !

বিন্দু । কিছুই হয়নি দাদা। আবার সব ফিরে পাবে। সোমনাথ আস্‌বে, কুন্তল আস্‌বে—

শেখর । সোমনাথ আস্‌বে, কুন্তল আস্‌বে। (একটু থামিয়া) কিন্তু কুন্তল কেন আস্‌বে বিন্দু ? বিয়ে আমি দেবো না,—না। (ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন)।

(বিন্দু চুপ করিয়া রহিল)

শেখর । এঁ্যা ! কি বল্‌ছিলাম ?

বিন্দু । কিছুই বলোনি দাদা !

শেখর । কিছুই বলিনি কি রে ? এতকাল ব'লে এলাম—বিন্দু, তুই শুনেছিস ? তোকে বলেছি,—সোমনাথ আস্‌বে ?

বিন্দু । আস্‌বে বই কি দাদা। কতদিন আর রাগ ক'রে থাক্‌বে।

শেখর । হাঁ, হাঁ,—আস্‌বে বই কি। কতদিন আর রাগ ক'রে থাক্‌বে।

(আচ্ছন্নের মত উপরে উঠিয়া গেলেন)

অশ্রু । সত্যি ক'রে বলো পিসীমা,—কি এসব ?

বিন্দু । কোন্ সব ?

অশ্রু । তুমি কি মনে কর, আমি কিছুই বুঝি না ?

বিন্দু । সবই যদি বুঝিস্—আমাকে জিজ্ঞাসা করিস কেন ?

অশ্রু । জিজ্ঞাসা কর্‌বার কোন দরকারই হ'তো না, যদি তোমরা সহজ চলা-ফেরা করতে। এ-বাড়ীর সবই যেন হেঁয়ালি ! বাবা কথা বলেন একরকম, তুমি চলো সব রেখে-ঢেকে, দাদা গেলো বাড়ী থেকে চ'লে—মাঝখান থেকে আমি মরি হাঁপিয়ে। কিছুই জানবার উপায় নাই—আমি যেন অন্য-বাড়ীর কেউ।

বিন্দু । বোঝ্‌বার চেষ্টা নাই বা কর্‌লি অশ্রু। একদিন দেখ্‌বি, সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

অশ্রু । আমি তো ছেলেমানুষ নই পিসীমা !

বিন্দু । কোন অভিমান রাখিস না মা !—এ-বাড়ীর এই রীতি। দেখ্‌লাম তো অনেক। কিছুই জানতে দেয় না ওরা,—চোখ খুলে যতটুকু দেখে নেওয়া যায়।

অশ্রু । এতবড় বাড়ী—একটি লোক নাই! তার ওপর এই সব কথা যদি শোনা যায়, কি রকম হয় বলো দেখি ?

বিন্দু । সবই বুঝি অশ্রু।

অশ্রু । একটা চাম্‌চিকে উড়ে গেলে বুকটা ছাঁৎ·ক'রে ওঠে।

(উপরে শেখরনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন :

তুমি যাও, তুমি যাও।

(দুম্ দাম করিয়া জিনিষপত্র ভাঙার শব্দ)

অশ্রু । বাবা! বাবা!

(অশ্রু ও বিন্দু ছুটিয়া উপরে গেল)

—পর্দ্দা পড়িল—

কয়েকদিন পরে

[ডাক্তার ও অশ্রু]

ডাক্তার। আমি টাকা দিতে পার্‌বো না অশ্রু !

অশ্রু । আর যে পারবেন না, সে আমি আগেই জান্‌তাম।

ডাক্তার। তুমি জান্‌তে এই কথা ?

অশ্রু । কেন জান্‌বো না ডাক্তার বাবু। দুইহাত পূর্ণ ক'রে এতকাল অর্থ ঢেলেছেন—মেয়েমানুষ হ'য়ে আমি এটুকুও কি বুঝ্‌বো না যে এর পিছনে একটা বড় স্বার্থ আছে ? কিন্তু এ-সত্য হয়তো আপনি স্বীকার করবেন যে ওভাবে টাকা আমি কোনদিনই চাই নি ?

ডাক্তার। হাঁ, তুমি চেয়েছিলে, আমাকে দিয়ে তোমার জিনিসগুলো বিক্রি করিয়ে নেবে। কিন্তু এও কি তুমি জান্‌তে না, দু-টুক্‌রো নেক্‌ড়ার দামে সংসার চলে না ?

(অশ্রু মাথা নত করিল)

ডাক্তার। একটা বিশ্রীরকম ঝগড়া ক'রে তোমার কাছ থেকে চ'লে যাবো, এও আমি চাই না। এবং টাকা যে তোমাকে দেবো না, ঠিক এমন কথাও তোমাকে বলিনি।

অশ্রু । আপনি কি যে চেয়েছিলেন এবং কি যে চান, সে বুঝ্‌বার মত বয়স আমার হয়েছে। আপনার টাকা আর আমি নেবো না।

ডাক্তার। (হাসিয়া) কিন্তু এর পরে তোমার বাবাকে উপবাসী থাক্‌তে হবে তা জান?

অশ্রু । জানি।

ডাক্তার। তার উপায় কি কর্‌বে?

অশ্রু । সেজন্য আপনাকে ডাক্‌তে যাবো না।

(ডাক্তার হাসিয়া অশ্রুর কাছে বসিল: অশ্রু উঠিয়া অন্যত্র গেল)

ডাক্তার। ও। আমাকে ছুঁলেও বুঝি জাত যাবে? কিন্তু এই অস্পৃশ্যের টাকাগুলো এতদিন ঘরে তুল্‌তে তোমার কোন কিছুতেই বাধেনি।

(ঘরের কোনে একটি ভেনাসের মূর্ত্তি ছিলো, ডাক্তার উঠিয়া সেইদিকে গেল)

ডাক্তার। বাঃ!—চমৎকার মূর্ত্তিটি তো! এটাকে বিক্রি ক'রে দিলেও তো পারো।

অশ্রু । (উল্লসিত হইয়া) নেবেন আপনি?

ডাক্তার। আমার নেবার কথা বলিনি। তা ছাড়া আমার ওতে প্রয়োজনই বা কি।

(অশ্রু উঠিয়াছিল আবার বসিল)

ডাক্তার। তোমার দাদা কোথায়?

অশ্রু। জানেন তো তিনি এখানে থাকেন না।

ডাক্তার। কেন যে থাকেন না,—কি যে তোমাদের রহস্য, তোমরাই জানো।

অশ্রু। আমাদের কথা আমাদেরই থাক্ ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। হাঁ, সে তো নিশ্চয়। আমি দু'দিনের জন্যে এসেছিলাম—কাজ ফুরিয়ে গেলো, এবার যেতে হবে। কিন্তু এরকম আর ক'জনকে দোহন করেছো অশ্রুমতি?

অশ্রু। (চীৎকার করিয়া) ডাক্তারবাবু! (একটু থামিয়া) না, আপনার দোষ নাই। আমরা গরীব—অনেক কিছুই আমাদের সইতে হবে।

ডাক্তার। যাই বলো অশ্রু, তোমার এই দারিদ্র্যের রূপ আজ আমার কাছে খুব ভাল লাগ্‌ছে।

(অশ্রু তীব্র দৃষ্টি লইয়া মুখ তুলিল)

ডাক্তার। আরো চমৎকার! কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে এতকাল তোমার ঐ প্রলয়ঙ্করী-চোখ?

(অশ্রু চলিয়া যাইতেছিল)

ডাক্তার। যেও না অশ্রু,—এই টাকা নাও।

অশ্রু। আপনার লজ্জা করে না? আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে।

ডাক্তার। লজ্জা সত্যিই নেই আমার। নইলে অনেকদিনই এ-বাড়ী থেকে আমার যাওয়া উচিত ছিলো।।

অশ্রু । হাঁ, যাওয়া উচিত ছিলো। এবং একথাও বোঝা উচিত ছিলো, টাকা দিয়ে যাদের পাওয়া যায়—আমি সে-জাতের মেয়ে নই।

ডাক্তার। তুমি কোন্ জাতের মেয়ে অশ্রুমতি? হা—হা—হা—অনেক বলেছো, একটু ব'সো। আবার বল্‌তে চাও ব'লো, আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম। টাকা দিয়ে কি পাওয়া যাবে, কি যাবে না—সে আমি জানি। আর এও জানি, তোমাকে আমার চাই—ই। সুতরাং—

অশ্রু । আপনার সুতরাং আপনারই থাক্। আমাকে যেতে দিন।

ডাক্তার। যেতে দেবো ব'লেই কি পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়েছি?

অশ্রু । পথ ছাড়ুন। নইলে চীৎকার কর্‌বো?

ডাক্তার। চীৎকার কর্‌বে? (হাসি) কি ব'লে চীৎকার করবে অশ্রু? আমি জানি, তা তুমি পার্‌বে না,—কেউ পারে না। বরং ওরা কেউ এলে, লজ্জায় তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাম্‌বে,—তবু একটি কথা বেরুবে না তোমার মুখ দিয়ে।

অশ্রু । আপনারা বড়লোক—অনেক টাকা হয়তো আপনার আছে। আজ আমি অসহায়,—আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে হয়তো অনেক কিছু অত্যাচার আপনি কর্‌তে পারেন, কিন্তু দোহাই আপনার,—আমাকে ঘৃণা করুন, অনুগ্রহ কর্‌বেন না।

ডাক্তার। বড় বড় বক্তৃতা তো করছো, শুনতেও মন্দ লাগ্‌লো না। কিন্তু অনুগ্রহ যে আজপর্য্যন্ত অনেক ক'রে এলাম অশ্রুমতী,— তার দাম দেবে কে ?

অশ্রু । উঃ, মাগো ! (মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল)

ডাক্তার। অশ্রু ! (হাত ধরিল)

(অশ্রু বিদ্যুতের মত ছিট্‌কাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

অশ্রু । আপনি পশুরও অধম !

ডাক্তার। আচ্ছা, কতটাকা তুমি চাও ? দু'হাজার ? চার হাজার ? পাঁচ হাজার ?

অশ্রু । আপনি পিশাচ !

ডাক্তার। তা যা ইচ্ছা বলো। ও আমাকে অনেক শুন্‌তে হয়। (নোট বাহির করিয়া) কি,—নেবে ?

অশ্রু । না।

ডাক্তার। (হাসিয়া) বেশ। টাকাটা তুচ্ছ নয়,—কথাটা ভেবে দেখো। এখন চল্‌লাম। আবার আস্‌বো।

(চলিয়া গেল)

অশ্রু । (চীৎকার করিয়া) পিসীমা !

(বিন্দু আসিয়া দেখিল ঃ
অশ্রু ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে—)

বিন্দু । কি হয়েছে অশ্রু ?

অশ্রু । টাকার জন্যে ডাক্তারবাবু অপমান ক'রে গেলেন।

বিন্দু । ডাক্তার! তার এতদূর অধঃপতন হ'লো? কাঁদিস না অশ্রু, গরীবের যে কাঁদ্‌তেও নাই।—দেখ্‌ছিস না, ঐ একটা লোক কিভাবে সহ্য করছে? আমাদের তবু সয় রে,—কিন্তু ও যে রাজার ছেলে।

অশ্রু । বাবা কি কর্‌ছেন পিসীমা?

বিন্দু । চুপ ক'রে ইজি-চেয়ারটায় প'ড়ে আছে, আর মাঝে মাঝে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।—কিছু কি বোঝে না মনে করিস? যতই আমরা লুকোবার চেষ্টা করি, ও-বুড়ো সব বোঝে। ঘড়িটা যে নাই তাও টের পেয়েছে। বল্‌লে, আমার বুঝি পুরোণো স্মৃতি আর কিছুই রইলো না—না রে? চোখ ফেটে জল এলো। উত্তর দিতে না পেরে, পালিয়ে এলাম।

অশ্রু । আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি?

বিন্দু । করেছিলো। বল্‌লাম, ঘুমুচ্ছে।

অশ্রু । ঘুমুচ্ছে বল্‌লে?

বিন্দু । হাঁ, তাই শুনেই কি কম খুসী! বল্‌লে, ভালই হয়েছে—কি বলিস্ বিন্দু? খিদের জ্বালা টের পাবে না।

(অশ্রু বিন্দুর কোলে মুখ গুঁজিয়া আবার ফুঁপাইয়া উঠিল : বিন্দু তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল)

অশ্রু । আর কি আমাদের কিছুই নাই পিসীমা, যা বাঁধা দিয়ে—

বিন্দু । না। শেষ সম্বল ঘড়িটা ছিলো, তাও—

অশ্রু । উঃ, আর যে দেখ্‌তে পারি না পিসীমা!

বিন্দু । (নিশ্বাস ফেলিয়া) দেখ্‌তে এখনো অনেককিছু হবে অশ্রু! আমি এত দেখ্‌লাম, তুই কিছু দেখ্‌বি না?

অশ্রু । তার চেয়ে এক কাজ করি না পিসীমা! সবাই মিলে মরি না কেন?

বিন্দু । ঐ অন্ধ-লোকটিকে ফেলে? তাতে দাদার দুঃখ তো কম্‌বে না অশ্রু!

অশ্রু । তবে কি হবে পিসীমা! প্রতিদিন একটু একটু ক'রে শুকিয়ে মর্‌বো?

ডাক্তার। হাঁ, শুকিয়েই মর্‌তে হবে।

(বলিতে বলিতে ডাক্তার প্রবেশ করিল)

অশ্রু । আপনি আবার এসেছেন?

(ডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল)

অশ্রু । আপনি বেরিয়ে যান!

ডাক্তার। এত সহজে বেরোবো ব'লেই কি আবার ফিরে এলাম। শেখরবাবুর সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া কর্‌তে হবে যে।

অশ্রু । কি বোঝাপড়া আপনি কর্‌বেন শুনি?

ডাক্তার। বোঝাপড়া নয়?—তিনি এতটা কাল গজপতিকেই টাকা

দিয়ে এসেছেন,—এবার আমি কিছু নেবো না ? (হাসি) আমিও তো কিছু কম জানি না।

অশ্রু । (ভয়ে) কি জানেন আপনি ?

ডাক্তার। যা জানি তা সোমনাথকেই বলা দরকার। কিন্তু সোমনাথটাও সময় বুঝে গা ঢাকা দিলে। (হাসি) আমি এইটেই বরাবর দেখে এসেছি অশ্রু, কাজের সময়—যখনই যাকে প্রয়োজন হয়েছে, হাতের কাছটিতে পাই নি।

বিন্দু । ডাক্তারবাবু !

ডাক্তার। Please you stop.—আমাদের দু'জনের মধ্যে আবার পিসীমা কেন ?

(বিন্দু চলিয়া গেল)

তা হ'লে অশ্রুমতি, আমি তোমাকে সময় দিয়েছিলাম,—বোধ হয় ভোলোনি ? টাকা নেবে ?—না দেবে ? হিসেব ক'রে দেখ্‌লে টাকা আমার কম পাওনা হবে না।

অশ্রু । আপনার অনুগ্রহ আমি চাই না।

ডাক্তার। (হাসিয়া) বেশ। টাকা দাও, চ'লে যাচ্ছি।

অশ্রু । টাকা আমাদের নাই।

ডাক্তার। টাকা তোমাদের থাক্‌বে কি থাক্‌বে না, সে আমার দেখ্‌বার কথা নয়।

অশ্রু । দেবো না টাকা। কি কর্‌বেন আপনি ?

(ডাক্তারের উচ্চহাস্য)

ডাক্তার। তোমার বাবা কোথায় ?—একবার ডাকো। তাঁকে যে আজ আমার বড় প্রয়োজন।

অশ্রু । আপনার কোন প্রয়োজনই তাঁর সঙ্গে থাক্‌তে পারে না।

ডাক্তার। প্রয়োজন কি এক রকমেরই হয় অশ্রুমতি! আমার যেমন তাঁকে প্রয়োজন, তাঁরও তেমনি আমাকে প্রয়োজন।

অশ্রু । আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পাবেন না।

ডাক্তার। দেখা করতে পাবো না ? (হাসিয়া) কি রকম ?

অশ্রু । এর আর কোন রকম নাই।—আপনি যান।

ডাক্তার। এত ভয় পাচ্ছো কেন বলো দেখি ?—চেয়ে দেখো, আমি বাঘ-ভালুক নই।

অশ্রু । তারাও আপনার চেয়ে ভাল।

ডাক্তার। (হাসিয়া) অর্থাৎ আমি পশুরও অধম ? কিন্তু এটা তো দেখ্‌ছো, আমি পশুর মত বল প্রয়োগ এখনো করিনি।

অশ্রু । আপনার অনুগ্রহ।

ডাক্তার। কিন্তু এটা বোধ হয় জানো না, আমি তাও পারি ?

অশ্রু । পার্‌বেন বই কি। এতদূর পারলেন, আর ওটা পার্‌বেন না!

ডাক্তার। তবে তার প্রয়োজন হবে না। তোমার বাবা নিজেই তোমাকে আমার হাতে তুলে দেবেন।

অশ্রু । আমার বাবার এতদূর অধঃপতন এখনো হয়নি।

ডাক্তার। (হাসিয়া) দেখা যাক্‌ কতদূর কি হয়। (উপরে উঠিতে যাইতেছিল)।

অশ্রু । আপনি যাবেন না,—আপনি যাবেন না। বাবা বড় দুর্ব্বল।

ডাক্তার। আমিও খুব সবল নই। (পকেট হইতে ফ্লাস্ক বাহির করিয়া মদ্য পান)—কি ? (হাসিয়া) আমার আর-এক রূপ দেখে কি তোমার ঘৃণা হচ্ছে ?

অশ্রু । মানুষের ভেতর এতবড় একটা পশুও লুকিয়ে থাকে !

ডাক্তার। পশুটা লুকোনোই থাকে অশ্রুমতি। নইলে মানুষকে আর মানুষ বল্‌বে কেন। শেখরবাবুকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তিনিও বল্‌বেন এই কথা। কিন্তু আশ্চর্য্য এই শেখরবাবু! আজ একবার তাঁর পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছা করছে। মুখ আর মুখোস দুটোকে পাশাপাশি রেখে কেমন জীবনটাকে পার ক'রে নিয়ে এলেন। আমি অনেক কথাই জানি।

অশ্রু । আপনি যাই জানুন এবং যে-ক্ষতিই আমাদের করুন—

ডাক্তার। ক্ষতি ? হাঁ, তা একটু পারি বই কি।

(শেখরনাথের প্রবেশ)

শেখর । সাবধান ! সাবধান গজপতি ! আমার মেয়ের অসম্মান করোনা।

বিন্দু । গজপতি নয় দাদা, ডাক্তার।

(বলিতে বলিতে বিন্দু প্রবেশ করিল)

শেখর । না, না ডাক্তার নয়, গজপতি।

ডাক্তার। সত্যি বলেছেন শেখরবাবু, ডাক্তার নই, আমি গজপতি।

বিন্দু । তুমি গজপতি!

অশ্রু । আপনি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। আমিই ডাক্তার গজপতি চ্যাটার্জি। গজপতি নামটা আধুনিক নয় ব'লেই আত্মপরিচয়ে বলি শুধু জি, চ্যাটার্জি।

শেখর । আমার কাছে এসে দাঁড়াও গজপতি!

ডাক্তার। বলুন, আপনার কি বল্‌বার আছে।

(সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

শেখর । আমার কাছ থেকে অনেক টাকা তুমি নিয়েছ।

ডাক্তার। গজপতি হয়ে যত টাকা তোমার হাত থেকে নিয়েছি, ডাক্তার সেজে তার চেয়ে ঢের বেশী টাকা তোমার মেয়ের হাতে গুঁজে দিয়েছি। আজ হিসেব-নিকেশ করতে চাই।

শেখর । টাকা আর আমি দিতে পারব না।

ডাক্তার। সে আমি জানি। তাই টাকা আমি চাইনে। কিন্তু টাকার চেয়েও মূল্যবান সম্পত্তি তোমার আছে। তাই দাও।

শেখর । কিছু নেই গজপতি, কিছু নেই। তুমি বিশ্বাস কর আমি আজ একেবারে নিঃস্ব। পাও যদি নিয়ে যাও।

ডাক্তার। সন্ধান আমি পেয়েছি। কিন্তু দেবে তুমি? পারবে দিতে?

শেখর । যাও যাও—নিয়ে যাও।

ডাক্তার। অশ্রুমতি! শুন্‌লে তো তোমার বাবার হুকুম। এবার চলো তাহ'লে আমার সঙ্গে।

অশ্রু। বাবা!

শেখর। অশ্রু? ওযে আমার অমূল্য সম্পত্তি। (বুকে জড়াইয়া ধরিল)

ডাক্তার। হাঁ, হাঁ, ঐ সম্পত্তিই আমি দাবী কর্‌ছি।

শেখর। দাবী কর্‌ছো?—ও।—আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো অশ্রুর বিয়ে হ'তে পারে না।

ডাক্তার। তাই বিয়ে আমি করতেও চাই না। নর্ম্মসহচরী হিসেবেই কিছুদিন আমার ভোগের সামগ্রী ক'রে রাখতে চাই।

শেখর। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র লোহার ভীম চূর্ণ করেছিলো জানো গজপতি!

(গজপতির স্বর লক্ষ্য করিয়া তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল)

অশ্রু। বাবা! বাবা!

ডাক্তার। কন্যার আকুতি শোন শেখরবাবু। অশ্রুমতী অকৃতজ্ঞ নন, তাই আমার ওপর এই বল-প্রয়োগ উনি পছন্দ করবেন না। আমার নির্ব্বাসন হ'লেও সীতার মত উনি আমার সহগামিনী হবেন। কন্যার ধর্ম্মাচরণে বাধা দিও না শেখরবাবু।

অশ্রু। বাপের সামনে মেয়ের এতবড় অপমান কর্‌তেও আপনার লজ্জা হয় না?

ডাক্তার। বাপের সামনে মেয়ে যখন মুচকে হেসে আমার হাত থেকে তাড়া তাড়া নোট নিত, তখন মেয়ের মর্য্যাদায় আঘাত

লাগছে মনে ক'রে বাপ বা মেয়ে কেউ ক্ষুণ্ণ হোত না। এরকম বাপ আর এরকম মেয়ে আমি অনেক দেখেছি……

শেখর। না, না, এরকম বাপ আর এরকম মেয়ে তুমি কখনো দেখনি। স্যার প্রতাপনারায়ণের বংশে যারা জন্মেছে, তারা আত্মসম্মান বিক্রয় করে না।

অশ্রু। যে বাবাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে একটুকালও দূরে থাকতে পারি না, আত্মসম্মান রক্ষার জন্যে দরকার হ'লে আমার সেই বাবার পায়ে প্রাণ রেখে নিজের মর্য্যাদাও রাখতে পারি, বাবাকেও গ্লানি থেকে বাঁচাতে পারি।

শেখর! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরতে যে আমরা ভয় পাই না ওরা তা জানে না। স্যার প্রতাপনারায়ণের রক্ত আমাদের দেহে—

ডাক্তার। (উচ্চহাস্য করিয়া) স্যার প্রতাপনারায়ণ। স্যার প্রতাপ-নারয়ণের ভূত কাঁধে নিয়ে আর কতকাল ঘুরে বেড়াবে শেখরবাবু? ভূত ছেড়ে বর্ত্তমানে নেমে এসো। তোমার মেয়ে, তোমার ছেলে প্রতাপনারায়ণের কতখানি রক্ত দেহে বহন করে বল্‌তে পারো?

সোম। আমিও সেই কথাই জানতে চাই।

(বলিতে বলিতে কুন্তলকে লইয়া সোমনাথ প্রবেশ করিল)

শেখর। কে! কে কথা কয় রে অশ্রু!

সোম । আমি সোমনাথ। আমি জান্‌তে এসেছি, আমার বংশ-পরিচয় কি ?

শেখর । তুই—তুই সোমনাথ !

সোম । এতদিন কেন জানাওনি,—কেন লুকিয়ে রেখেছিলে অশ্রুর মা, আমার মা এক নয় ?

অশ্রু । দাদা !

সোম । তুমি আমার জীবনকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছো। আমার স্বপ্ন ছিলো কত বৃহৎ, যে-পৃথিবীকে করেছি আমি ভ্রূকুটি, আমার সুনাম, আমার মর্য্যাদা, আমার ভবিষ্যৎ—

শেখর । ওরে, ওরে,—

সোম । স্যার প্রতাপনারায়ণ আমার কেউ নয়, ঐ অশ্রু আমার কেউ নয়—বুঝি, তুমিও আমার কেউ নও।

শেখর । ওরে বিন্দু !

সোম । আমি যে তোমার পরিচয়ে গর্ব্ব অনুভব করেছি। বুক ফুলিয়ে চল্‌তাম্‌। তোমারই মুখ উজ্জ্বল কর্‌বো ব'লে পথে বেরিয়ে-ছিলাম। আমার সম্মুখে ছিলো নতুন ভবিষ্যৎ : আমার ছিলো না বর্ত্তমান, ছিলো না অতীত। তুমি জানো না, আমি আমার জগতকে সৃষ্টি ক'রে ক'রে চ'লে ছিলাম।

শেখর । সোমনাথ !

সোম । আমার মার কথা বলো।

শেখর । সব বল্‌বো, সব বল্‌বো। আজ কোন কিছু লুকোবো না। অশ্রু, তুইও শোন্।

সোম । একথা কি সত্যি, তুমি টাকা দিয়ে গজপতির মুখ বন্ধ করেছো? আর এও কি সত্যি, তুমি আমার মাকে ধর্ম্মমতে বিবাহ করোনি?

(শেখরনাথ চুপ করিয়া রহিলেন)

কুন্তল । ডক্টর চ্যাটার্জি, আপনার কাছে কি অপরাধ আমরা করেছিলাম।

ডাক্তার। অপরাধ? অপরাধ তুমি করনি কুন্তল দেবী, অপরাধ সোমনাথও করেনি, তুমি অশ্রু,—তুমিও অপরাধ করনি—অপরাধ করেছেন ঐ শেখরবাবু।

শেখর । আমি স্বীকার করছি গজপতি, স্বীকার করছি আমি অপরাধ করেছি। তুমি আমাকে তার জন্যে দণ্ড দাও, কিন্তু আমার এই ছেলে-মেয়ের জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়ো না।

ডাক্তার। তোমার অনুরোধ আমি রাখতে পারি যদি অশ্রু আত্মত্যাগে সম্মত হয়।

সোম । অশ্রু! অশ্রু তার জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবে!

ডাক্তার। বাবাকে, ভাইকে, মহামহিমান্বিত স্যার প্রতাপনারায়ণের উজ্জ্বলস্মৃতিকে কলঙ্কমুক্ত রাখতে, করলোই বা অশ্রু আত্মত্যাগ। কি বলো মহিমময়ী অশ্রুদেবী!

সোম । কি চাও তুমি ?

ডাক্তার। অশ্রু দিতে পারে না এমন কিছুই নয়। আমি চাই—চাই ওর তনু-দেহ।

সোম । কি!

ডাক্তার। অশ্রু রাজী হ'লে, কোন কথা না ব'লে তার হাত ধ'রে সোজা এই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব।—অম্লান থাক্‌বে স্যার প্রতাপ-নারায়ণের বংশের স্মৃতি, তুমি সোমনাথ—তুমি থাক্‌বে অম্লান, তোমার এই কুন্তল থাক্‌বেন অম্লান। সকলের সব কলঙ্ক মাথায় নিয়ে শুধু অশ্রুমতি, কলঙ্কিত কলুষিত এই গজপতির সাথে কিছুকাল—মাত্র কিছুকাল বাস কর্‌বেন। এর বেশী কিছু আমি চাইনে, কোন দাবী আমি রাখি না।

শেখর । তার চেয়ে তুমি শঙ্খচূড়ের মত আমার মাথায় ছোবল মার গজপতি, বিষের থলি তোমার খালি হ'য়ে যাক্।

অশ্রু । বলুন, কি জানেন আপনি !

কুন্তল । জেনে রাখুন, এঁদের কোন কলঙ্কই আমাকে সোমনাথের প্রতি বিরূপ কর্‌তে পার্‌বে না।

সোম । বলো গজপতি !

অশ্রু । আমরা আর কেউ তোমাকে ভয় করিনা ডাক্তার।

ডাক্তার। তাইতো দেখ্‌ছি। ভয় তোমরা কর না। শুধু শেখরবাবুই সারাজীবন ভয়ে ভয়ে টাকা দিয়ে এলেন। শোন সোমনাথ, শোন অশ্রুমতী, কুন্তলা তুমিও শোন,—আমার ভগ্নি পদ্মাবতী—

শেখর । না, না, আমি তাকে বিষ দিইনি ।

ডাক্তার। বিষ আপনি দেননি ।

শেখর । না, না—

ডাক্তার। কিন্তু বিষের ক্রিয়ায় তার মৃত্যু হয়েছিল ।

সোম । কে দিয়েছিলো সেই বিষ ?

ডাক্তার। কে দিয়েছিলো শেখরবাবু ?

শেখর । সেই কথাই তো এতদিন অজানা র'য়ে গেল ।

সকলে । কে—কে দিয়েছিলো বিষ ?

ডাক্তার। আমি ।

শেখর । তুমি !

অশ্রু । ভাই হ'য়ে বোনকে দিলেন বিষ !

ডাক্তার। হাঁ দিলাম। তখন তো জান্‌তাম না, শেখরবাবু আমার অভাগী বোনকে গোপনে বিয়ে করেছিলেন। তাই বংশের মর্য্যাদা রাখবার জন্যে, স্যার প্রতাপনারায়ণের বংশ গরিমা নয়—বুঝ্‌লেন শেখরবাবু, দরিদ্র আমি আমার বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে তার ওষুধে একটু বেশী ডোজে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম ।

শেখর । তুমি দিয়ে'ছলে বিষ ?—আমি দি নি ? আঃ—আঃ—আমি দি নি, আমি দি নি । হাঃ হাঃ হাঃ—

(একদল পুলিশ প্রবেশ করিল)

ইনস্পেক্টর। ডক্টর গজপতি চাটার্জি এখানে আছেন ?

ডাক্তার। হাঁ আছেন। একটু অপেক্ষা করুন ইনস্পেক্টরবাবু। পদ্মাবতীকে বিষ দিলাম, কিন্তু শেখরবাবুকে মার্জ্জনা করতে পারলাম না, শনির মত ঐ শেখরবাবুর ওপর ভর ক'রে রইলাম। প্রতিশোধ নিতে চাইলাম ঐ অশ্রুকে কলুষিত ক'রে। আমি জানতাম এঁরা আসবেন। (পুলিশকে দেখাইয়া) তাই হিসেব-নিকেশ শেষ করবার জন্যে তৈরি হ'য়েই এসেছিলাম। দু'দিনের জন্যেও যদি অশ্রুকে পেতাম—

সোম। স্টপ্ ইউ ক্রিমিন্যাল!

ইন্স। কতবড় ক্রিমিন্যালকে আপনারা প্রশ্রয় দিয়েছেন তা আপনারা জানেন না।

ডাক্তার। এইটেই আশ্চর্য্য অশ্রুমতী, তোমার বাবার গোপন-কথা প্রকাশ ক'রে দেবো ব'লে যখন তাঁকে ভয় দেখিয়ে বেরিয়েছি, তখন একবারও ভেবে দেখিনি—এঁরা (পুলিশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) পরমোৎসাহে আমার সব গোপন তথ্য সংগ্রহ ক'রে ফিরছেন।

ইন্স। ছ'টি ক্রাইমের চার্জ রয়েছে আপনার বিরুদ্ধে।

ডাক্তার। ছ'টি? (একটু ভাবিয়া) একটি তা হ'লে এখনো গোপন রয়েছে।

ইন্স। চলুন আপনি।

ডাক্তার। 'ওয়ান মিনিট্ ইন্সপেক্টর!' লোভ জাগিয়েছিলে অশ্রুমতী, তাই নতুন একটা ক্রাইম-এর জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। সফল

হ'লাম না ব'লে দুঃখও পেলাম,—আবার খুসীও রইলাম শিশির-স্নাত ফুলের মতই তুমি পবিত্র রইলে ব'লে।

অশ্রু । কেন এমন হ'লেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। কেন? এ-প্রশ্ন কখনো মনে জাগেনি। জেলে ব'সে ঐ প্রশ্নের জবাব বার করবার অনন্ত অবসর এখন পাবো। Inspector! 'Take me away' হাঁ—হাঁ—Put on the hand-cuff, জোর ক'রে নিয়ে যান, নইলে অশ্রুমতীর আকর্ষণ উপেক্ষা ক'রে আমি স্বেচ্ছায় এ-গৃহ ছেড়ে চ'লে যেতে পারবো না।

ইন্‌স । আসুন আপনি।

(তাহাকে লইয়া গেল)

শেখর । ওরে বিন্দু, ওরে অশ্রু, আমার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স কত আছে দেখ্! চেক বই নিয়ে আয়, সই ক'রে দি—সই ক'রে দি।

(অশ্রু কি বলিতে যাইতেছিল)

শেখর । ওরে আমি জানি ব্যাঙ্কে কিছু নাই,—কোথাও কিছু নাই। তবু—তবু সোমনাথ যেমন ক'রে পারিস, যেখান থেকে পারিস, টাকা নিয়ে উকিল ব্যারিষ্টার লাগিয়ে গজপতিকে খালাস ক'রে নিয়ে আয়।

অশ্রু । গজপতিকে!

সোম । ঐ ক্রিমিন্যালকে!

শেখর । হাঁ, হাঁ। তোদের বাপকে ও আজ কলঙ্কমুক্ত ক'রে গেল, স্বার

প্রতাপনারায়ণের বংশের ম্লান-মহিমাকে ও উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে গেল, অযাচিত সাক্ষ্য দিয়ে গেল, আমি তোর মাতৃহন্তা নই সোমনাথ,......

অশ্রু । সমস্ত পৃথিবীর মানুষ সমস্বরেও যদি বলত তুমি অপরাধী, তোমার সন্তান আমরা কখনো তা বিশ্বাস করতাম না বাবা।

শেখর । আ!—আ! সরে যাচ্ছে। আমার চোখের সাম্নে থেকে একটা কালো পর্দ্দা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে......এ কি বিস্ময় বিন্দু, দীর্ঘকাল কালো পর্দ্দা ভেদ ক'রে আলো ফুটে উঠচে... ...ওরে অশ্রু, আমি দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি, আমি দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি—এই তুই আমার অশ্রু, এই তুই আমার সোমনাথ, এই......এই ...

অশ্রু । কুন্তল বাবা।

শেখর । বাঃ বাঃ! কমলার মত কল্যাণী এই কুন্তল..... পায়ে পায়ে পদ্ম ফুটিয়ে আমার ঘরে এসে

বিন্দু শাঁখ বাজা।

প্রতাপনারায়